ইসরায়েলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হল

সারে-জমিন

সন্দীপের বাড়িতে সিবিআই নিয়ে গেল প্রিন্টার

রূপসী বাংলা

প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরানো কঠিন

সম্পাদকীয়

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ভাঙড়ে মিছিল

সাধারণ

আইএসএল শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৬ আগস্ট, ২০২৪
১০ ভাদ্র ১৪৩১
২০ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 231 ■ Daily APONZONE ■ 26 August 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

প্রেসিডেন্সি জেলে সঞ্জয়ের পলিগ্রাফ টেস্ট করল সিবিআই

আপনজন ডেস্ক: শনিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ ৬জনের পলিগ্রাফ টেস্ট করেছিল সিবিআই। সেদিন টেকনিক্যাল কারণে জুনিয়র ডাক্তার খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্ট হয়নি। তার সেই পলিগ্রাফ টেস্ট হল রবিবার। বর্তমানে প্রেসিডেন্সির জেলের যে সেলে সঞ্জয় রয়েছেন, সেখানেই তার পলিগ্রাফ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সিবিআই। সে জন্য সকাল সকালই প্রেসিডেন্সি জেলে হাজির হন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। আইনি প্রক্রিয়া মিটিয়ে তারা ঢুকে যান সংশোধনাগরের ভিতরে। প্রায় বিকেলের পর পরীক্ষার শেষে সংশোধনাগার থেকে বেরোন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি কোনও মিথ্যে কথা বলেছেন কি না, তা জানা যাবে এই পরীক্ষায়। এছাড়াও সঞ্জয়ের সঙ্গে ঘটনা দিন আর কারা কারা ছিলেন, সেই তথ্যও জানার জন্য পলিগ্রাফ পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। এই পরীক্ষাকে ঘিরে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

সমর্থনের আর্জি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি

মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের ডাকে ‘নবান্ন অভিযান’ ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের ডাকে ‘নবান্ন অভিযান’ কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক গোলমালের আশঙ্কা গোয়েন্দাদের। আর এর পিছনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির হাত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। ছাত্র সমাজ নবান্ন অভিযান সফল করতে ইতিমধ্যে বিজেপি সহ সব রাজনেতিক দলের প্রতি অহ্বান জানিয়েছেন। বিজেপি তাদের সমর্থনের কথা জানালেও ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযান নিয়ে বাম কংগ্রেস বা আইএসএফ তাদের কোনও মত দেয়নি। এই সব দল থেকে নবান্ন অভিযানের দিন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এইদন ইউজিসি নেট পরীক্ষা রয়েছে। তাই এইদিনে নবান্ন অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই ছাত্র সমাজের মঙ্গলবারের অভিযানে বাম কংগ্রেস বা আইএসএফের সমর্থন মেলা ভোর। এদিকে নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে মিছিলের উদ্যোক্তারা কলেজস্ট্রিট ও হাওড়ার সাঁতরাগাছি এলাকাতে জড়ো হয়ে মিছিল দিয়ে এগোবে বলে ঘোষণা করে থাকলেও গোয়েন্দাদের দাবি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল নবান্নের দিকে এগোবার

চেষ্টা করবে। গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী যদি অনেক বেশি লোক জড়ো হয় সেক্ষেত্রে মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা উদ্যোক্তাদের হাতে থাকবে না। এই বিশৃঙ্খলা রুখতে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ মিলিয়ে মোট ১০ হাজার ফোর্স মঙ্গলবার সকাল থেকে রাস্তায় নামবে। হাওড়ার নবান্নচত্বর এলাকায় সমস্ত দোকানপাট ঐদিন বন্ধ করে দেবে প্রশাসন। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা এলাকায় যাতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় তার জন্য নবান্নের বহু আগে একাধিক ব্যাড়িকেট গড়ে তোলা হবে হাওড়া সাঁতরাগাছি সহ নবান্নের চারপাশ এলাকা ঘিরে। প্রায় ১৮টি ব্যারিকেড তৈরি করা হবে। প্রস্তুত থাকবে জল কামান ও কাঁদনে গ্যাসের সেল ছোড়ার কাজে দক্ষ বজ্র। মূলত জল কামান ও লাঠিচার্জের মাধ্যমে পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট ১৭৯ জন আইপিএস অফিসারকে বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্য গোটা পরিস্থিতি নজরে রাখতে তদারকির জন্য বলবৎ করা হচ্ছে। রাখা হবে ড্রোন। পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক ক্যামেরাম্যান বিভিন্ন পয়েন্টে দেওয়া হবে। যাতে যারা আক্রমণ করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তাদের চিহ্নিত করা যায় পরে। প্রয়োজনে জল কামানে রং মিশিয়ে ছোড়া হবে বিক্ষোভকারীদের দিকে। যাতে পরে তাদের ধরতে বা চিহ্নিত করতে পুলিশের সুবিধে হয়।

কর্মবিরতি প্রত্যাহার হচ্ছে না, জানালেন জুনিয়র ডাক্তাররা

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিল। কিন্তু রবিবার জুনিয়র ডাক্তাররা তাতে সাড়া না দিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের প্রতি দোষীকে আড়াল করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে কর্মবিরতিতে অনড় থাকলেন। এ বিষয়ে রবিবার আন্দোলনকারীরা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে এক সাংবাাদিক সম্মেলন করেন। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে তারা নিশানা করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের ভূমিকার। তারপর জানিয়ে দেন তার এই মুহূর্তে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনকারীরা জানান, সিবিআই তদন্তের উপর ভরসা থাকলেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উপর তাঁরা ভরসা রাখতে পারছেন না। কারণ, তাদের সন্দেহ আড়াল থেকে ক্ষমতাশীল একটা চক্র সক্রিয় হয়ে তদন্তে বাধা সৃষ্টি করছে। যাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে স্বাস্থ্যভবনও। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রকৃত দোষীরা বহাল তবিয়তে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হলেও মেডিক্যাল কলেজে তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। তাই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করছেন না এখনই। একই সঙ্গে তারা কলকাতা পুলিশের ভুমিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুলিশি ব্যর্থতার দায় পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের উপর চাপিয়ে তার পদত্যাগের দাবি জানান তারা। এদিনও বেশ কিছু দাবির কথা তুলে ধরেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ৯ অগস্টের নারকীয় ঘটনায় জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করা। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ঘটনায় জড়িত তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে বিচারের মধ্যে আনতে হবে। স্বাস্থ্যভবনের কাউকে আড়াল করা চলবে না। অবিলম্বে স্বাস্থ্যভবনকে সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করতে হবে প্রভৃতি।

ওয়াকফ বিল রুখতে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী সমীপে ল’ বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) সভাপতি মৌলানা খালিদ সইফুল্লা রহমানি এবং বোর্ডের সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটি এবং মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সর্বভারতীয় সভাপতি হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সাথে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪ সম্পর্কে তাদের আপত্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বোর্ড এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিলের ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করেন। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা আরও স্পষ্ট করে দেন বিল আনার আগে সরকার মুসলিম সংগঠনগুলি বা তাদের আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করেনি এবং মুসলিমরা সরকারের কাছ থেকে কোনও সংশোধনীর দাবিও করেনি। স্পষ্টতই, গণতন্ত্রে, যাদের নিয়েই এই ওয়াকফ বিল সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রতিনিধি দলটি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে জানায়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের আইনি কমিটি বিলের প্রতিটি ধারা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে। এই বিলটি ওয়াকফ আইনকে লঘু করে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের জন্য সরকারের একটি ষড়যন্ত্র। বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানায়, সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ১৪, ২১, ২৫, ২৬, ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক এই বিল যেন সংসদে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি বোর্ডকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি কেবল বিলের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবেন না, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথেও কথা বলবেন যে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে বিলটি খারিজ করতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

লাভপুরে সংবর্ধনা কারামন্ত্রীকে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লাভপুর ফুল্লরা মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বিগত বেশ কয়েকদিন আগে রাজ্যের কারা মন্ত্রীর দায়িত্ব পান বোলপুর বিধানসভার বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা। কারা মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়াই লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। রাজ্যের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে উত্তরীয়, ফুলের স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাভপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, লাভপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শোভন চৌধুরী, লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা খাতুন সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

মিড-ডে-মিল কর্মী সম্মেলন উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলন উলুবেড়িয়া নোনা হাই স্কুলে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই সম্মেলন থেকে মলি কাইতিকে সভানেত্রী,সাগরিকা বর্মনকে সম্পাদক এবং প্রতিমা দলুইকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি শক্তিশালী মিড ডে মিল কর্মীদের জেলা কমিটি গঠিত হয় এদিন।সম্মেলন শেষে কলকাতার আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে গরুহাটা মোড় থেকে উলুবেড়িয়া এসডিও অফিস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। এই মিছিলে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘের সংগঠক মিনতি সরকার ও পম্পা সরকার উপস্থিত ছিলেন।মিছিল থেকে মিনতি সরকার আগামী ২৯শে আগস্ট কলকাতায় সাহিত্যিক-ক্রীড়াবিদের আহ্বানে মহিলাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানান।

বাঁকুড়ায় প্রতিবাদে পথে মহিলারা

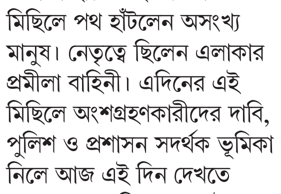

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর.জি করের ঘটনার প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও নারী নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে পথে নামলেন বাঁকুড়ার সানবাঁধা এলাকার মানুষও। রবিবার বিকেলে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও জাতীয় পতাকা হাতে ওই প্রতিবাদ মিছিলে পথ হাঁটলেন অসংখ্য মানুষ। নেতৃত্বে ছিলেন এলাকার প্রমীলা বাহিনী। এদিনের এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দাবি, পুলিশ ও প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা নিলে আজ এই দিন দেখতে হতোনা। আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বরে তারা জানান।

ধনঞ্জয় আর সঞ্জয় এক করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে: অধীর

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: 'ধনঞ্জয় আর সঞ্জয় সব এক করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, রাজ্যের মন্ত্রী এখন থেকেই গোটা বিষয়টাকে লঘু করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। যদি ধনঞ্জয় হয়, আর আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বলেছিলেন আসল অপরাধীকে আমরা ধরে ফেলেছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।' কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী আজ জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে আরজি করের ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করেন।
অধীর রঞ্জন চৌধুরী রবিবার কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন নির্ভয়ার পর ভারতবর্ষে এত বড় আন্দোলন ভারতবর্ষ জুড়ে কোথাও হয়নি এমনকি বাংলাতেও এত বড় আন্দোলন দেখা যায়নি। নির্ভয়া কাণ্ডে বাংলায় এত বড় আন্দোলন আমরা চাক্ষুষ করিনি বললেন অধীর। তিনি বলেন বাংলার মানুষের এই আবেগ বাংলার মানুষের এই দাবি পরিবারের দাবি যথার্থ, এই দাবি অনুযায়ী রাজ্য এবং কেন্দ্রের যারা তদন্তকারী দল তাদের সক্রিয়তা দেখিয়ে এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করার দরকার বলে আমরা মনে করি। সাংবাদিক বৈঠক থেকে বললেন অধীর। অধীর আজকের সাংবাদিক বৈঠক থেকে বললেন বাংলা জুড়ে কি হচ্ছে চারিদিকে একই অবস্থা ধর্ষণ ধর্ষণ আর খুন। বাংলার মানুষ কোথায় যাবে। এই বাংলার আজকের প্রশাসন আজকের ভাবনা নারীদের নিরাপত্তার জন্য বাংলার জনসমাজকে জাগরিত হতে হবে। বাংলার মানুষকে সর্বোপরি বাংলার যুবসমাজকে ছাত্রদেরকে আরো বেশি করে সচেতন হতে হবে।"

গলসিকে ক্যামেরায় মুড়তে উদ্যোগ ওসির

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: এলাকার কেবল অপারেটরদের নিয়ে আলোচনা সভা করলো গলসি পুলিশ। যেখানে যোগ দেন গলসির বিভিন্ন গ্রামের কেবল অপারেটররা। জানতে পারা গেছে, এলাকার বিভিন্ন গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তাগুলিকে ক্যামেরা বন্দি করতে উদ্দ্যোগ নিয়েছে গলসি পুলিশ। তাই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে এদিন একটি আলোচনা সভা করেন গলসি ওসি অরুন কুমার সোম। সভা মঞ্চে তিনি বলেন, এলাকার গ্রামের গুরুত্বপূর্ন স্থানগুলি ক্যামেরা বন্দি হলে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম অনেকটা বন্ধ হবে। ফলে এলাকায় অপরাধের হার কমবে। তাতে এলাকার মানুষের লাভ হবে। পুলিশের ওই কাজের প্রশংসা করেন কেবল অপারেটর অরবিন্দ মিত্র ও তারক চন্দ্র অধিকারী সহ অনেকেই। তারা বলেন, এমন উদ্দ্যোগ এলাকার মানুষের খুবই উপকারে লাগবে। এমন ভাবনার জন্য ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানান তারা। এদিনের সভাকক্ষে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিষয়ক বিভিন্ন উদ্দ্যোগ তুলে ধরে সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়। ছেলেধরা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে কান না দেওয়ার পাশাপাশি যে কোন বিষয়ে পুলিশ প্রসাশনের সাহায্য নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

কুমিরমারিতে নদী বাঁধে ধস, এলাকায় আতঙ্ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: আবারও নদী বাঁধে ধস। আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের জেরে গোটা সুন্দরবন জুড়ে দুর্বল হয়েছে নদী বাঁধ।এবার ধস নামতে শুরু করেছে। কোথাও নোনো জলে এলাকা প্লাবিত হয়েছে আবার কোথাও নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। গত ২৩ আগষ্ট গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি অঞ্চলে নদী বাঁধ ভেঙে গিয়ে এলাকা নোনা ঢুকে জলে প্লাবিত হওয়ার জের কাটতে না কাটতে আবারও নদীবাঁধে ধস নামলো।শনিবার রাতে গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি অঞ্চলের পাশের দ্বীপ সাতজেলিয়া অঞ্চলের সুকুমারী গ্রাম সংলগ্ন গোমস নদীর বাঁধের প্রায় ৭০ ফুটের মতো এলাকায় ধস নামে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা।তারা নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধকালিন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করে।পরে ব্লক প্রশাসনের লোকজন ঘটনাস্থলে হাজীর হয়ে বাঁধ মেরামতির কাজে হাত দেয়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ নদী বাঁধ মজবুত করার জন্য ব্লক প্রশাসনকে বার বার বলেও কোন কাজ হয়নি।যার ফলে প্রতিনিয়ত নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। আতঙ্কের মধ্যদিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ অস্বীকার করে ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'কোথাও যাতে কোন ভাবে নদীবাঁধ না ভাঙে তারজন্য ব্লক প্রশাসন নজরদারী শুরু করেছে।

সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে সিবিআই নিয়ে গেল প্রিন্টার, পাঞ্চিং মেশিন

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে এল প্রিন্টার মেশিন এবং পাঞ্চিং মেশিন । রবিবার বিকেলে এই দুটি মেশিন নিয়ে এল সিবিআই । সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে একটি চিঠি আসে। সেটা রিসিভ করে সিবিআই। এই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর সিবিআই তার জেরা পর্ব এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তার কাছ থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ নথি আরজি করের আর্থিক লেনদেনের দরুন পাওয়া গিয়েছে, তার প্রিন্ট আউট নিল সিবিআই। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি আদালতে পেশ করবে সিবিআই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার সকালে আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই টিম। আরজি কর কান্ডের আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বিপ্লব সিংহের বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়। রবিবার সকালে সাঁকরাইলের বাসুদেবপুর হাটগাছায় মেডিকেল গুডস সাপ্লাইয়ার তারামা ট্রেডার্স সংস্থার মালিক বিপ্লব সিংহের বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত রয়েছে বিপ্লব সিংহ। তাই তার বাড়িতে সকাল বেলায় সিবিআইয়ের হানা। সিবিআই এর কাছে বিপ্লব সিংহের বাড়ির তথ্য ভুল থাকায় সকালবেলায় এলাকারই তারা মা বিল্ডার্সে সেখানে হানা দেয়।এর ফলে ওই এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, রবিবার সকাল থেকে বেলেঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে সিবিআই এর যে তল্লাশি শুরু হয়েছে সেখানে দুপুর নাগাদ অফিসারের সংখ্যা আরো বাড়ানো হয়। মোট আটজন অফিসার সেখানে প্রবেশ করেন। তারমধ্যে একজন মহিলা আধিকারিক রয়েছেন। দুপুরে অতিরিক্ত ছয় জন গোয়েন্দা অফিসার সেখানে প্রবেশ করেন। সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানের সংখ্যা বাড়ানো হয়। সকাল বেলা এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সিবিআই অফিসারদের সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। সকাল আটটা বেজে ছয় মিনিট নাগাদ সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেন সিবিআই অফিসাররা। একই সঙ্গে রবিবার কেষ্টপুরে আরজি করের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের কর্তা দেবাশীষ সোমের বাড়িতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী হানা দেয়। আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি কেলেঙ্কারির বিষয়ে মোট ১৫ জায়গায় হানা দিয়েছে সিবিআই।

ধর্ষণ রোধের উপায় 'দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি', ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মন্তব্য পার্থর

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ১২-র পল্লী লোকনাথ মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে আরজি কর কান্ড প্রসঙ্গে সরব হলেন ব্যারাকপুরের সংসদ ও তৃণমূল নেতা পার্থ ভৌমিক। শনিবার লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মতিথিতে ওই মন্দিরের ১১ তম বর্ষের অনুষ্ঠান উদ্বোধনে আসেন পার্থ ভৌমিক। মন্দির কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে এদিন সকালে ৩০০ জন ভক্তের রক্তদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলবে ১৩ দিন ধরে।
এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে কার্যত আরজিকার কাণ্ড নিয়ে সরব হতে দেখা যায় সংসদ পার্থ ভৌমিককে।
নির্যাতিতাকে ছোট বোন হিসেবে সম্বোধন করে পার্থবাবু বলেন, আমাদের একজন ছোট বোন হাসপাতালের মধ্যেই ধর্ষিতা হয়েছে, নৈতিক বিচার চেয়ে বাংলার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দোষীদের ফাঁসি চেয়েছেন। সিবিআই এর কাছে কেসটা পড়ে রয়েছে আমরা বারংবার বলছি তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে যে দোষী কিংবা যারা দোষী তাদের যেন ফাঁসি হয় সেই ব্যবস্থা করুন।' দেশের ধর্ষণের পরিসংখ্যান তুলে পার্থ ভৌমিক বলেন, 'ভারতবর্ষের কি পরিস্থিতি দেখুন, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পার করেও এক ঘন্টায় চারজন মহিলা ধর্ষিতা হন' বিচার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ধর্ষণ কান্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায় তবেই ধর্ষণের হার কমানো সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন পার্থবাবু । প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে ধর্ষকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আওয়াজ তোলেন তিনি পার্থ ভৌমিক। উল্লেখ্য বনগাঁ ১২-র পল্লী লোকনাথ মন্দিরের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ হলেন তৃণমূলের শ্রমিক নেতা। জানা গেছে, রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মকে আঁকড়ে রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি অবশ্য বলেন, যদি ভালো ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে ওঠা যায় তবেই ভালো রাজনৈতিক হওয়া সম্ভব। মন্দিরের সৃষ্টি কাল থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি, আমি চাই সকলেই ভালো ধার্মিক হয়ে উঠুক, তবেই ভালো মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব। আগামী ১৩ দিন ধরে আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে, এ কয়দিনে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে' বলে জানান নারায়ন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, আরটিও বোর্ডের মেম্বার বাদল মিত্র, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ গাঙ্গুলী ও সনৎ চক্রবর্তী, বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্তরা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবন আদর্শ তুলে ধরে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সকলে এবং অসংখ্য ভক্তরা।

তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির মেমারিতে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে হাটপুকুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে বর্ধমান টেরেসা হাসপাতাল ওম্ ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ২০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। রক্তদান শিবির ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লক সভাপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, সহ-সভাপতি বসন্ত রুইদাস সহ সমস্ত কর্মাধ্যক্ষগণ, দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ সদস্যবৃন্দ, দশটি পঞ্চায়েতের বুথ সভাপতি সহ কর্মীবৃন্দ, মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কৌশিক মল্লিক সহ সকল শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান এদিনের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি দেবু টুডু এবং জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম। এতদিন রাজনৈতিক মিটিং, সভা ইত্যাদি শোনা গেলেও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির সাধারণত নজরে পড়ে না যা মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি আয়োজন করে। এ বিষয়ে নিত্যানন্দ ব্যানার্জী জানান ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কিছু কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা কিশোরের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা কিশোরের। রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়াই ভগবানগোলা থানার সুবর্ণমৃগী এলাকায়।
পরিবার সূত্রে খবর, মোবাইল ফোন চালানোই ওই কিশোরের মা তাকে বকাবকি করে। কিছুক্ষণ পর তার মা বাইরে যাওয়ায় বাড়ি খালি দেখে ঘরে থাকা কেরোসিন গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ওই কিশোর। প্রতিবেশীরা চাক্ষুষ করে তৎক্ষণাৎ তার গায়ের আগুন নেভাতে ছুটে যায়। ওই কিশোরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

রাতে বাড়িতে চুরির ঘটনায় আটক এক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাতের অন্ধকারে চুরি একটি বাড়িতে। নগদ কয়েক লক্ষ টাকা ও সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে ওই চোরের দল বলেই অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার অন্তর্গত দক্ষিণপাড়া এলাকার ঘটনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পতিরাম থানার পুলিশের তরফে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে দক্ষিণপাড়া এলাকার ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ে চোরের দল। নগদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ও ৫ ভরি সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল বলেই অভিযোগ বাড়ির মালিকের। পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক ইউসুফ সরকার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মানব বন্ধন করে প্রতিবাদ মহিলাদের

এম এ মনু ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে রাজ্যজজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল অব্যাহত। এই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ছাত্র সমাজ। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের দ্বারা প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। রবিবার ছাত্রী সংগঠন গার্লস ইসলামিক অর্গানাইজেশনের উলুবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন হল বীরশিব পুর ষ্টেশন রোডে স্কুল ছাত্র ছাত্রী সহ মহিলারা পদযাত্রা করে। মানববন্ধন করে তারা প্রতিবাদ জানায়।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ বাম যুবদের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভার গোপালপুর এমএসকে স্কুল প্রাঙ্গণে রবিবার বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে গোপালপুর এলাকা জুড়ে মিছিল চলে। এই মিছিলের আয়োজন করেন সিপিআইএম-এর ছাত্র শাখা স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং মহিলা সমিতি। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে ঘটে যাওয়া নিন্দনীয় ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। তাদের প্রধান দাবি ছিল দোষীদের দ্রুত শাস্তি প্রদান এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা স্লোগান দিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। সিপিআইএম মহিলা সংগঠনের নেত্রী রমা সরকার বলেন, "আরজিকর কান্ড রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশার আরও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। আমরা এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।
সি.পি.আই.এম ছাত্র নেতা মোহাম্মদ নূর আলাম বলেন, "যে ঘটনা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে ঘটেছে, তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আমরা ছাত্রসমাজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।"
মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম এর বরিষ্ঠ নেতা মোহাম্মদ ইলিয়াস, মাইনুল হক, মোহাম্মদ আয়েশ, তন্ময় দাস, রফিকুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। তাঁদের মতে, এই বিক্ষোভ শুধু আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ নয়, এটি রাজ্যের বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।
এই বিক্ষোভ মিছিল প্রমাণ করে যে, জনগণ আর নীরব থাকতে চায় না। ন্যায়ের জন্য তাদের এই আন্দোলন চলতেই থাকবে।

ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা শামিল প্রতিবাদ মিছিলে

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা না করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ভরত ঘোষের মোড় থেকে মগরাহাট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরের সামনে পর্যন্ত এক মগরাহাটের স্কুল, কলেজের, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র,ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা এক মহা মিছিলের ডাক দেয়। আর জি কর কান্ড নিয়ে গত দু সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, সত্য ঘটনা উদঘাটনে জন্যে বাংলার মানুষের সুবিচার ও সুরক্ষার জন্য সবাই হাতে হাত ধরাধরি করে প্রতিবাদে সরব হতে জানে। আজ মান ও হুঁশের মিলন ঘটিয়ে মগরাহাটের আবাদ বৃদ্ধা বনিতা জাতি ধর্ম বর্ণ দলমত নির্বিশেষে যোগদান করেছেন । শিক্ষক সম্রাট গায়েন বলেন আমরা দেখেছি ভারত বর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে বিভিন্ন সময় এমন নারীদের উপরে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে বারে বারে কিন্তু সেই ঘটনার কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও তদন্ত তড়িঘড়ি করে রায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আজ আরজি করের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে একজন হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নিশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনা। এডভোকেট সাইদুল ইসলাম বলেন কিভাবে নির্মম ভাবে অত্যাচার ধর্ষণ করে তাকে খুন করা হয়েছে আমরা ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার উপরে আস্থা রাখি, তাই দ্রুত বিচার ব্যবস্থা শেষ করে সাজা ঘোষণা করা হোক।

প্রথম নজর

সৌদিতে ভারি বৃষ্টি ও তীব্র ঝড়ে ২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে ভারি বৃষ্টি ও তীব্র ঝড়ের কবলে পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন।
শনিবার (১৪ আগস্ট) দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আসির প্রদেশের একটি রাস্তায় পানির তীব্র স্রোতের কবলে পড়ে কয়েকটি গাড়ি। পানির তোড়ে ভেসে যাওয়া একটি গাড়ি থেকে এক শিশুকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকেই দুটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এরই মধ্যে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষেবা মক্কায় আরো ভারি বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সৌদি আরবের বেশ কিছু অঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে–তায়েফ, আরদিয়াত, আদম, বনি ইয়াজিদ ও মেসান অঞ্চল।
দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দফতর বলেছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়ার এই অবস্থা থাকবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ভারি বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতেরও সংকেত দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মক্কার নিজরান, জিঝান, আসির, আল বাহাতে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৩ আগস্ট) বিকেল থেকে জিঝান, আসির, আল বাহা, মক্কা ও মদিনায় মেঘের উপস্থিতি বাড়তে দেখা যায়। এছাড়া জিঝান ও আসিরে ব্যাপক বজ্রপাতও হয়। অনেক স্থানে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে।

সৌদিতে এক সপ্তাহে ১৭ হাজার ৬১৬ জন প্রবাসী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে গত এক সপ্তাহে ১৭ হাজার ৬১৬ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ১৫ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তদেরকে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী গ্রেফতার করেছে বলে জানানো হয়েছে।
সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অবৈধ প্রবাসীদের বিরুদ্ধে সৌদিজুড়ে চলমান ধরপাকড় অভিযানের অংশ হিসেবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহে দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে ১৭ হাজার ৬১৬ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।
দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবাসন আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় ১১ হাজার ২২ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনে ৪ হাজার ২১৬ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ২ হাজার ৩৭৮ জন রয়েছেন।
দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি সংস্থা যৌথ অভিযান চালিয়ে এই প্রবাসীদের গ্রেফতার করেছে।
এছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টার সময় গ্রেফতার হয়েছেন ৮৮৩ জন। তাদের মধ্যে ইয়েমেনি ৪১ শতাংশ, ইথিওপিয়ান ৫৮ শতাংশ এবং অন্যান্য দেশের এক শতাংশ নাগরিক রয়েছেন। পাশাপাশি অবৈধ উপায়ে সৌদি আরব ত্যাগের চেষ্টার সময় আরও ৬৮ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময়ে আবাসন ও কর্মবিধি লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন এবং আশ্রয় দেয়ায় সৌদিতে বসবাসরত ১৫ ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইসরায়েলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হল

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক হামলা শুরুর পরেই এই ঘোষণা দিল ইসরায়েল। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে জনসমাগত সীমিত এবং নির্ধারিত এলাকায় চলাফেরা না করা।
ইসরায়েলি আর্মি রেডিও এবং দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে বাসিন্দাদের সতর্ক করার জন্য সাইরেন বাজানো হয়েছে এবং আকাশ হামলা থেকে সতর্ক করা হয়েছে।
এদিকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বেন গৌরিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তেল আবিবগামী সব ফ্লাইল বাতিল করেছে। তেল আবিবগামী ফ্লাইটগুলো অন্য বিমানবন্দরে পাঠানো হচ্ছে।
টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বেন গৌরিন বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনাতে দেরি হচ্ছে। এছাড়া কয়েক ঘন্টা ধরে বিমান উড্ডয়ন বন্ধ রয়েছে।

বিশ্ববাসী যেভাবে ভুলে গেল সুদানের ভয়াবহ মানবিক সংকট

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদানে প্রায় ৫০০ দিন ধরে চলছে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘাত। চলমান এই সংঘাত-সহিংসতা দেশটিকে ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। একে অনেকে বলে থাকেন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বর সংকট।
জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে সুদানের সেনাবাহিনী এবং তার সাবেক ডেপুটি মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধাসামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে এই সংঘাতে হতাহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৫২ হাজার। এসময় বাস্তুচ্যুত হয়েছে কমপক্ষে এক কোটি মানুষ। বিভিন্ন ত্রাণ গোষ্ঠী এবং এমনকি জাতিসংঘের একাধিক সতর্কতা থেকে সংকটের মাত্রা স্পষ্ট হয় যে, সুদান এখন একটি বিপর্যয়কর পয়েন্টের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুদান যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তীব্রতা সত্ত্বেও বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে এটি অন্যান্য সংঘাতের মতো বৈশ্বিক মনোযোগ পায়নি, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে। 'সুদানে সংঘাতের ভয়াবহতা অনেক বেশি তবে পশ্চিমাদের জন্য এটি ইউক্রেন বা গাজার মতো ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়,' এমনটি বলেছেন আফ্রিকাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফ্রাঙ্কোইস সেনেসেল। তিনি আরো বলেন, 'ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য ইউক্রেন অত্যাবশ্যক স্বার্থের বিষয়, তবে সুদান নয়। এই কারণেই ইউক্রেন সব পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলোর মনোযোগ পায়, তবে মোটেই গুরুত্ব পায় না সুদান। একই যুক্তিটি ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।' 'সুদানের প্রতি এমন অমনোযোগিতার অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে- বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের প্রভাব কমে যাওয়া এবং অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপে পশ্চিমা দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান অনিচ্ছা,' যোগ করেন তিনি। সুদানকে বেশিরভাগই পশ্চিমা গণমাধ্যমে 'ভুলে গেছে'। সেইসঙ্গে আফ্রিকা এবং এর জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বের প্রতি পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর অনীহা এবং একঘেয়েমি ধরে গেছে। পশ্চিমা দেশগুলোর নাগরিকরা তাদের সরকারকে সুদানে কাজ করার জন্য চাপ দিচ্ছে না। সেইসঙ্গে এই সংঘাতটি 'বামপন্থী দলগুলোর এজেন্ডাতেও গুরুত্বহীন। একই ধরনের অবহেলা হয়েছিল ২০০৪ সালে দারফুর সংকটের সময়। তবে ইসরায়েলের নিরাপত্তার স্বার্থে গাজা পশ্চিমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,' তিনি যোগ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, যখন সুদানের প্রসঙ্গ আসে তখন পশ্চিমা দেশগুলো সরাসরি হামলা চালানোর মতো দুঃসাহসিক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যান।

ব্রাজিলের সাও পাওলো রাজ্যের অন্তত ৩০টি শহরে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় একটি শিল্প কারখানার ২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া দাবানলের কারণে দেশটির বহু মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ফ্রান্সের বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার টেলিগ্রামের সিইও

আপনজন ডেস্ক: টেলিগ্রামের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পাভেল দুরভকে গ্রেফতার করেছে ফরাসি পুলিশ। স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় প্যারিসের উত্তরে একটি বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ফরাসি সম্প্রচারমাধ্যম টিএফওয়ান জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় দুরভ নিজের প্রাইভেট উড়োজাহাজে (জেট) করে দেশটির লো বোর্গেট বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
৩৯ বছর বয়সী রাশিয়া বংশোদ্ভূত দুরভ বার্তা আদান-প্রদানের জনপ্রিয় অ্যাপ টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। এই অ্যাপ সম্পর্কিত একটি অপরাধের পরোয়ানার ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করেছে ফরাসি পুলিশ।
রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা তাস জানায়, দুরভকে গ্রেফতারের ঘটনায় ফ্রান্সের রুশ দূতাবাস 'তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ' নিচ্ছে। তারা প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করছে।
রাশিয়া, ইউক্রেন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে টেলিগ্রাম ব্যাপক জনপ্রিয়।
অ্যাপটির তথ্যভান্ডার রুশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করা হলে ২০১৪ সালে রাশিয়া ছাড়েন দুরভ। এরপর থেকে দুবাই থেকেই এটি পরিচালিত হয়।
২০১৮ সালে টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ করে রুশ সরকার। কিন্তু ২০২১ সালে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বিশ্বে ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও উইচ্যাটের পর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রাম। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০ কোটি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইসরায়েল-লেবানন যুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেল?

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাড়ছে যুদ্ধের দামামা। যেকোনো সময় পুরো মাত্রায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রতি বৈরুতে হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডারকে হামলা চালিয়ে হত্যা করে ইসরায়েল বাহিনী। এর জেরে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর অবস্থানে তিন শতাধিক রকেট ছুড়েছে ইরান-সমর্থিত লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।
শনিবার (২৪ আগস্ট) রাতভর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে গোষ্ঠীটি। হিজবুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা শনিবার রাতে কয়েক ঘণ্টায় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক-বোঝাই ড্রোনসহ উত্তর ইসরায়েলে ৩২০টিরও বেশি রকেট ছুড়েছে। হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, তারা উত্তর ইসরায়েলে ১১টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। জানা গেছে, রোববার (২৫ আগস্ট) লেবাননের দক্ষিণানচলে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।
হিজবুল্লাহর আক্রমণ শুরুর আগেই ইসরায়েল একে 'আগাম হামলা' হিসেবে উল্লেখ করে। এরপরেই ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে হামলা শুরু করে হিজবুল্লাহ। হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, গত কয়েক ঘণ্টায় ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ৩২০টির বেশি রকেট ছোড়া হয়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওভ গ্যালান্ট পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার ধরে ইসরায়েলের জন্য 'জরুরি পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছেন। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে বিমান হামলার সাইরেন বাজানো হয়েছে।
তেল আবিব থেকে সকল ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। নাগরিকদের ঘরের মধ্যে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরব আমিরাতের মধ্যস্থতায় ২৩০ বন্দি বিনিময় করল রাশিয়া ও ইউক্রেন

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ২৩০ জন কারাবন্দি বিনিময় হয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়া হামলা চালানোর পর এ নিয়ে সপ্তমবারের মত দুই দেশের মধ্যে বন্দিবিনিময়ে কাজ করলো আরব আমিরাত। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৭৮৮ জনে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার (২৪ আগস্ট) উভয় পক্ষ থেকে ১১৫ করে মোট ২৩০ যুদ্ধবন্দিকে বিনিময় করেছে দেশ দুটি।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে রাশিয়ার ১১৫ সেনাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের কুরস্ক অঞ্চল থেকে আটক করেছিল ইউক্রেন বাহিনী। এই বন্দিবিনিময়ের ব্যবস্থা করার জন্য রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরব আমিরাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।
জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের আকস্মিক হামলার পর এটিই প্রথম এই ধরনের বিনিময়ের ঘটনা। ওই হামলার মধ্য দিয়ে ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো রুশ ভূখণ্ডে বৃহত্তম হামলার রেকর্ড গড়লো।
মুক্তিপ্রাপ্ত সব রুশ সেনা এখন বেলারুশে রয়েছেন। রাশিয়ায় ফিরে আসার পর তাদের চিকিৎসা সেবা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হবে।
এদিকে, বিনিময়ের মাধ্যমে ফিরে আসা সেনাদের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
ছবিতে দেশটির সেনাদের নীল ও হলুদ পতাকা গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
তিনি জানান, ফিরে আসা সেনারা সীমান্তরক্ষী, ন্যাশনাল গার্ড, নৌবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৪ মি.

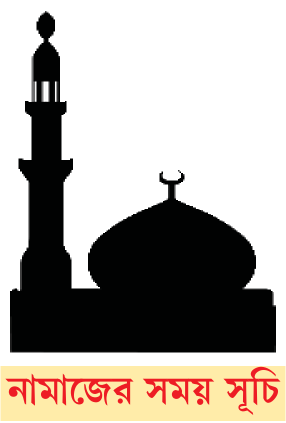

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৫	৫.১৭
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.০৪	
এশা	৭.১৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

সিডনিতে আবারো ছুরি হামলা

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনিতে আবারো ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চারজন।
স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, রোববার স্থানীয় সময় ভোরে সিডনির এনগাদিনের দক্ষিণ শহরতলিতে ছুরিকাঘাতে একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ চারজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় শহরে এই বছরের ধারাবাহিক ছুরি হামলার এটি সর্বশেষ ঘটনা।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারি বৃষ্টিপাত ও বন্যায় ১৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার উত্তর মালুকু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরো দুইজন।
রোববারের (২৫ আগস্ট) দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা বিএনপিবি জানিয়েছে, বন্যায় তেরনাতে শহরে ১০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সংস্থাটি বলেছে, ভুক্তভোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী সংস্থা বাসরনাস বলেছে, ভূমিধস এবং ধ্বংসাবশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত থাকতে পারে। বিএনপিবি স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে। সংস্থাটির মুখপাত্র আব্দুল মুহারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'সবাইকে আমরা সতর্ক থাকার অনুরোধ করছি। আপনারা দয়া করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলবেন।'
এর আগে মে মাসে, দেশটির পশ্চিম সুমাত্রা অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে ৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

ব্রাজিলের বিমানবন্দরে আটকা শতাধিক এশীয় অভিবাসী

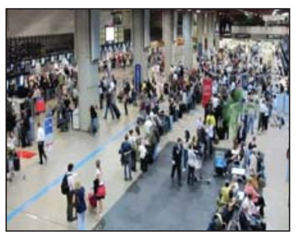

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের সাও পাওলো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকা পড়েছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে যাওয়া শত শত অভিবাসী। জানা গেছে, আটকা পড়া অভিবাসীর বেশিরভাগই ভারত, নেপাল এবং ভিয়েতনামের নাগরিক। ব্রাজিলে প্রবেশের অপেক্ষায় তারা ওই বিমানবন্দরের মেঝেতে মানবেতর পরিস্থিতিতে রয়েছেন। এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের জননিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদেশি ভ্রমণকারীরা এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা যাওয়ার পথে সাময়িক বিরতি নেয়ার জন্য ব্রাজিলে অবতরণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ব্রাজিলে প্রবেশের জন্য শরণার্থীর মর্যাদা চেয়েছেন। তারা নিজ দেশে নিপীড়ন এবং হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। তবে ভিসা ছাড়া সাও পাওলোতে আসা যাত্রীদের ব্রাজিলে থাকতে দেওয়া হবে না। তবে ইতোমধ্যে সাও পাওলো বিমানবন্দরে পৌঁছানো অভিবাসীদের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম এখনই প্রযোজ্য হবে নাকি নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর আগতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেটি স্পষ্ট নয়। জানা গেছে, বিমানবন্দরের নির্দিষ্ট একটি এলাকায় রাখা হয়েছে অভিবাসীদের। যেখানে গোসলের সুযোগ নেই এবং তাদের চলাচল সীমিত করা হয়েছে। এছাড়া সেখানে তাদের খাবার ও পানির সংকট চলছে। দেশটির ওই কর্মকর্তা বলেছেন, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা কম্বল ছাড়াই শীতের প্রবল ঠান্ডা সহ্য করছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৩১ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র ১৪৩১, ২০ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সুকীর্তি

মহান সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব সৃষ্টি-সুষমায় এই ধরণিকে অলংকারিত করিয়াছেন! এইখানে প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের অপূর্ব লীলাখেলা দেখিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে শুধু এইটুকু বুঝিতে পারি-সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! অপরদিকে, এই বিশ্বজগতের আকাশমণ্ডল, পৃথিবীর ভূমি ও জলভাগের প্রাণিজগতের বিশাল বৈচিত্র্য বলিয়া দেয়-আমরা কত ক্ষুদ্র! এই ক্ষুদ্র আমরাই এই পৃথিবীর এক বিশাল পরিবর্তন সাধন করিয়াছি। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষই নিজের কর্মের ছাপ রাখিয়া যাইতে চাহে। বিবেকানন্দ যেমন মনে করিতেন-পৃথিবীতে যেইহেতু আমরা জন্মলাভ করিতে পারিয়াছি, সেইহেতু এইখানে একটি 'দাগ' রাখিয়া যাওয়া উচিত। এখন এই 'দাগ' রাখিয়া যাওয়াটা সম্ভব হইবে আমাদের ইতিবাচক কর্ম তথা সুকীর্তির মাধ্যমে। মনীষীরা বলেন, সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। আর একটি পরম শিক্ষা হইল-'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'। আমরা জগতের চারিদিকে দেখিতেছি কত ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখ রাঙানি; কিন্তু আমরা কেহ কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিব? মুশকিল হইল-যাহারা বিপুল ক্ষমতাশালী হইয়া যান-তাহাদের মনোজগৎ যেন অন্যরকম হইয়া যায়। ক্ষমতার অতি উষ্ণ প্রতাপে অনেকেই মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন- রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি-উহাই শেষ খাবার হইতে পারে। মহান আল্লাহতায়ালা (সুরা নিসা, আয়াত ৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন- তোমরা যেইখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' আল্লাহতায়ালা আরো বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।' (সুরা ওয়াকিআহ: ৬০)। মুশকিল হইল, ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্য কথা। তাহারা যদি এই সত্য সর্বদা মনে রাখিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসও আজ অন্যরকম হইতে পারিত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অসভ্য অবস্থা হইতে মানুষ যতই সভ্য হইয়া উঠুক না কেন, 'মানুষ মানুষের জন্য'- এই সত্যটি সবচাইতে অধিক উপেক্ষিত থাকিয়াছে। সামগ্রিকভাবে নহে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অমর হইতে চাহে। ইহাই তাহাকে স্বার্থপর করিয়া দেয়। পৃথিবী জুড়িয়া চারিদিকে এত যে ভাস্কর্য, এত যে নামফলক-তাহারা নেপথ্যে ঐ অমরত্বেরই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাজ করিয়া থাকে।

অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা- মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বৎসর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশীল সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। তিনি চাহিতেন তাহার রাজ্যের বিজ্ঞানীরা শুধু অমরত্বের রহস্য অনুসন্ধানেই ব্যস্ত থাকুক, অন্য সকল কিছুই তাহার নিকট ছিল সময়ের অপচয়। শুনা যায়, অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতেই পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন-তাহার বংশধরেরা সহস্র অযুত বৎসর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল-তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়।

প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিগ্যেস করেন, 'কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?' ঋষি উত্তরে বলেন, 'মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বৎস, মানুষের মনে অমর রহিবে।' অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই কারণে সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। সুকীর্তিই মানুষকে অমর করিয়া তোলে। এই জন্য আমাদের এমনতর মানসিক বিকাশ ঘটাইতে হইবে যাহাতে সুকীর্তিই আমাদের লক্ষ্য হয়।

প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরানো যে কারণে কঠিন

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা'য় অভিযুক্ত বা পলাতক আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য ২০১৩ সাল থেকে একটি চুক্তি আছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নিজ দেশে একের পর এক মামলা হলেও এই চুক্তির আওতায় তাকে ফেরানো যাবে– সেই সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই মনে করছেন দিল্লির পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা। লিখেছেন **শুভজ্যোতি ঘোষ...**

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা'য় অভিযুক্ত বা পলাতক আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য ২০১৩ সাল থেকে একটি চুক্তি আছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নিজ দেশে একের পর এক মামলা হলেও এই চুক্তির আওতায় তাকে ফেরানো যাবে– সেই সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই মনে করছেন দিল্লির পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে সত্যিই যদি এ ধরনের কোনও অনুরোধ আসে, সে ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অবস্থান কী হবে সে বিষয়টি নিয়েও দিল্লি আপাতত মুখ খুলতে চাইছে না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল যেমন বলছেন, "যদি প্রত্যর্পণের কথা বলেন তাহলে সেটা তো পুরোপুরি কাল্পনিক (হাইপোথেটিক্যাল) একটা প্রশ্ন। এরকম পরিস্থিতিতে কাল্পনিক কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আমাদের রেওয়াজ নয়!"

আপাতত নির্দিষ্ট জবাব এড়িয়ে গেলেও ঢাকার কাছ থেকে এই ধরনের অনুরোধ যে আগামী দিনে আসতে পারে, সেই সম্ভাবনা কিন্তু দিল্লি নাকচ করছে না। পাশাপাশি বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষ মহল থেকেও আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এই সম্ভাবনাটা হয়তো খুব বেশি দিন আর 'কাল্পনিক' থাকবে না। বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গত সপ্তাহেই বলেছেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে সব মামলা করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে– ভারতকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানো হবে কি না।

"সে ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যেকার চুক্তি অনুযায়ী তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে", মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে বাস্তবতা হলো, চুক্তির আওতায় যদি প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানোও হয় তাহলেও সেই অনুরোধ রক্ষা করার কাজটা যে সহজ হবে না সেটি বাংলাদেশের জানা আছে। কারণ চুক্তিতে এমন কতগুলো বিধান বা শর্ত রয়েছে, যার একটিকে ব্যবহার করে ভারত এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। নানা আইনি জটিলতা বা মারপ্যাঁচ দেখিয়েও সেই অনুরোধ ফেলে রাখতে পারে দিনের পর দিন।

সবচেয়ে বড় কথা– শেখ হাসিনা বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে ভারতের সবচেয়ে আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন। ফলে তাকে বিচারের জন্য বা দন্ডিত হলে শাস্তিভোগের জন্য বাংলাদেশের হাতে ভারত তুলে দেবে– বাস্তবে এই সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। এই পদক্ষেপের জন্য হাজারটা যুক্তি বের করাও কোনও কঠিন কাজ নয়। আর ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা যদি তৃতীয় কোনও দেশে গিয়ে আশ্রয় নেন তাহলে ভারতকে আর কোনও অস্বস্তিতেই পড়তে হবে না। এই কারণেই আপাতত প্রশ্নটিকে 'কাল্পনিক' বলে ভারত জবাব এড়িয়ে যাচ্ছে।

তবে প্রত্যর্পণের অনুরোধ সত্যিই এলে কোন কোন যুক্তিতে তা ঝুলিয়ে রাখা বা নাকচ করা সম্ভব– এই প্রতিবেদনে সেটাই আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা আছে। সেটি হলো, যাকে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা যদি 'রাজনৈতিক প্রকৃতি'র হয় তাহলে সেই অনুরোধ খারিজ করা যাবে। তবে কোন কোন অপরাধের অভিযোগকে 'রাজনৈতিক' বলা যাবে না, সেই তালিকাও বেশ লম্বা। এর মধ্যে হত্যা, গুম, অনিচ্ছাকৃত হত্যা, বোমা হামলা ও সন্ত্রাসবাদের মতো নানা অপরাধ আছে। গত দুই সপ্তাহে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে সব মামলা করা হয়েছে তার মধ্যে হত্যা, গণহত্যা, গুম ও নির্যাতনেরও নানা অভিযোগ আছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে 'রাজনৈতিক' বলে খারিজ করা কঠিন। তার ওপর ২০১৬ সালে যখন মূল চুক্তিটি সংশোধন করা হয় তখন এমন একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, যা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বেশ সহজ করে তুলেছিল। সংশোধিত চুক্তির ১০(৩) ধারায় বলা হয়েছিল, কোনও অভিযুক্তের হস্তান্তর চাওয়ার সময় অনুরোধকারী দেশকে সেই সব অভিযোগের পক্ষে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ না করলেও চলবে। শুধু সংশ্লিষ্ট আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেশ করলেই সেটিকে বৈধ অনুরোধ হিসেবে ধরা হবে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে সব মামলা দায়ের হয়েছে তার কোনওটিতে যদি আদালত 'পলাতক' শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেয় তাহলে তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে তাকে হস্তান্তরের অনুরোধ জানাতে পারবে। কিন্তু এরপরেও চুক্তিতে এমন কিছু ধারা আছে যেগুলো প্রয়োগ করে অনুরোধ পাওয়া দেশ তা খারিজ করার অধিকার রাখে। যেমন, অনুরোধ পাওয়া দেশেও যদি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধে'র মামলা চলে তাহলে সেটা দেখিয়ে অন্য দেশের অনুরোধ খারিজ করা যায়। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা প্রযোজ্য নয় কারণ ভারতে তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা হচ্ছে না বা অচিরে হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

> "সে ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যেকার চুক্তি অনুযায়ী তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে", মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে বাস্তবতা হলো, চুক্তির আওতায় যদি প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানোও হয় তাহলেও সেই অনুরোধ রক্ষা করার কাজটা যে সহজ হবে না সেটি বাংলাদেশের জানা আছে। কারণ চুক্তিতে এমন কতগুলো বিধান বা শর্ত রয়েছে, যার একটিকে ব্যবহার করে ভারত এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। নানা আইনি জটিলতা বা মারপ্যাঁচ দেখিয়েও সেই অনুরোধ ফেলে রাখতে পারে দিনের পর দিন।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো, যদি অনুরোধ পাওয়া দেশের মনে হয় "অভিযোগগুলো ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনা হয়নি"– তাহলেও তাদের সেটি নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে। অভিযোগগুলো যদি 'সামরিক অপরাধে'র হয়, যা সাধারণ ফৌজদারি আইনের পরিধিতে পড়ে না, তাহলেও একইভাবে অনুরোধ নাকচ করা যাবে। এখন ভারত যদি সত্যিই শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের কোনো অনুরোধ পায় তাহলে দ্বিতীয় ধারাটি প্রয়োগ করেই তা খারিজ করা যাবে বলে দিল্লিতে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। আইডিএসএ-র সিনিয়র ফেলো স্মৃতি পাটনায়েক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রথমেই বলা দরকার, আমি মনে করি না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের কাছে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাবে।" তার মতে, এতে দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। যে ঝুঁকিটা হয়তো বাংলাদেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া একটি সরকার নেবে না।

তিনি সেই সঙ্গে যোগ করেন, "তবে তারপরেও যদি এই অনুরোধ জানানো হয়, তাহলেও সেটা রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বলে মনে করার জন্য ভারতের হাতে কিন্তু যথেষ্ঠ যুক্তি থাকবে।"

স্মৃতি বলেন, "যেমন ধরুন, মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) আদালতে তোলার সময় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনিকে যেভাবে কিল-ঘুষি মারা হল কিংবা তার আগে সাবেক শিল্প উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বা সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে আদালতে হেনস্থা হতে হল– তাতে বিচারের জন্য বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হলে শেখ হাসিনারও যে একই পরিণতি হবে না, এই নিশ্চয়তা কে দেবে?"

এসব ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারত অনায়াসেই বলতে পারবে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সঠিক ও সুষ্ঠু বিচার পাবেন বলে তারা মনে করছে না এবং সে কারণেই তাকে হস্তান্তর করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ "অভিযোগগুলো শুধুমাত্র ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনা হয়নি"– এই ধারাটি ব্যবহার করেই তখন প্রত্যর্পণের অনুরোধ নাকচ করা যাবে বলে দিল্লিতে অনেক পর্যবেক্ষকের অভিমত। তবে ভারতে আর একদল বিশ্লেষক মনে করেন, যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করার জন্য ভারতের কাছে কোনও অনুরোধ আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বা সরাসরি তা নাকচ না করে দিল্লি দিনের পর দিন তা ঝুলিয়েও রেখে দিতে পারে। ভারতের সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদ টিসিএ রাঘবন বলেন, বিপদের মুহূর্তে শেখ হাসিনাকে ভারত যেভাবে আশ্রয় দিয়েছে সেটাই ভারতের নীতি। তাকে 'আরও বড় বিপদে ফেলা'টা ভারতের জন্য কোনও 'অপশন' হতেই পারে না!

তার জন্য যে কোনও 'উপায়' বা যে কোনও 'যুক্তি' খুঁজে বের করাটাও তেমন কোনও সমস্যা নয় বলে মনে করেন তিনি।

"একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, শেখ হাসিনার পাশে এখন যদি আমরা না দাঁড়াই,তাহলে বিশ্বের কোথাও আর কোনও বন্ধু দেশের নেতা ভারতকে বিশ্বাস করতে পারবেন না; ভারতের ওপর আস্থা রাখতে পারবেন না", বলেন রাঘবন। আর এই 'পাশে দাঁড়ানোর'ই একটা রাস্তা হতে পারে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের অনুরোধ অনির্দিষ্টকালের জন্য অনিশ্চিত করে তোলা। কারণ এই ধরনের সব চুক্তিতেই নানা 'ফাঁকফোকর' থাকে, যেগুলো কাজে লাগিয়ে আইনি বিশেষজ্ঞরা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর্যন্ত একটা অনুরোধকে স্থগিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও (যদি তার প্রত্যর্পণের অনুরোধ আসে) ভারতও একই ধরনের পথ নেবে বলে বহু বিশ্লেষক নিশ্চিত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই ধরনের চুক্তির আওতায় অনুরোধ মেনে নিতে এমনিতেও অনেক সময় বছরের পর বছর লেগে যায়।

ফলে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের জন্য ভারতের কাছে কোনও অনুরোধ এলে সেটা যে কয়েক দিন বা কয়েক মাসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে– তা মনে করার কোনও কারণ নেই।

আর তারও আগে যদি শেখ হাসিনা ভারত ছেড়ে তৃতীয় কোনও দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেন (যে সম্ভাবনা দিল্লিতে সরকারি কর্মকর্তারা এখনও নাকচ করছেন না) তাহলে এ ধরনের কোনও অনুরোধ আসার বা তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও প্রশ্ন উঠবে না।

সৌ: বিবিসি(বাংলা)

নাভিন সিং খাড়কা

'উড়ন্ত নদীর' কারণে বিশ্বজুড়ে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অতিমাত্রার বন্যা দেখা যাচ্ছে, যার সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ হতে পারে বাংলাদেশ, চীন ও কানাডার ভয়াবহ বন্যা। এতো ঘন ঘন বন্যা হওয়া আমাদের এটাই মনে করিয়ে দেয়, দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকা বায়ুমণ্ডল এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি আর্দ্রতা ধারণ করছে। বিজ্ঞানীরা এমনটাই মনে করেন।

২০২৩ সালের এপ্রিলে ইরাক, ইরান, কুয়েত ও জর্দান–প্রতিটি দেশে ভয়াবহ বন্যা আঘাত হেনেছে।

তার সঙ্গে ছিল তীব্র বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি ও অতি মাত্রায় বৃষ্টিপাত। আবহাওয়াবিদরা পরে দেখতে পান, ওই সব অঞ্চলের আকাশ বা বায়ুমণ্ডল রেকর্ড পরিমাণ আর্দ্রতা বহন করছে, যা ২০০৫ সালের পরিস্থিতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। দুই মাস পর চিলিতে মাত্র তিন দিনে ৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল, আকাশ থেকে এত বেশি জল ঝরেছিল যে এটি আন্দিজ পর্বতের কিছু অংশের তুষারও গলিয়ে ফেলে। এতে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়, যার ফলে সেখানকার রাস্তাঘাট, সেতু ও জল সরবরাহব্যবস্থা সব ধ্বংস হয়ে যায়। এক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে বন্যা আঘাত হানে। যাকে সেই দেশের রাজনীতিবিদরা 'রেইন-বোমা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ওই বন্যায় ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং হাজার হাজার মানুষকে তাদের ভিটেবাড়ি থেকে সরিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব ঘটনা বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোর কারণে হয়েছে, যা ক্রমেই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো প্রতিনিয়ত দীর্ঘ, প্রশস্ত ও প্রায়ই ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে, যা বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষকে বন্যার ঝুঁকিতে ফেলছে বলে জানিয়েছে নাসা।

এই 'আকাশের নদী' বা 'উড়ন্ত নদী' হলো ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত লম্বা ও প্রশস্ত জলীয় বাষ্পের স্তম্ভ, যার উদ্ভব হয় সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল থেকে, পরে তারা ঠাণ্ডা মেরু অঞ্চলের দিকে সরতে থাকে এই উড়ন্ত নদীগুলো পৃথিবীর মধ্য-অক্ষাংশজুড়ে চলাচল করা মোট জলীয় বাষ্পের প্রায় ৯০ শতাংশ বহন করে।

একটি বায়ুমণ্ডলীয় নদী গড়ে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ, ৫০০ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং প্রায় তিন কিলোমিটার গভীর হয়ে থাকে। যদিও এই নদীগুলো ক্রমেই দীর্ঘ ও প্রশস্ত হচ্ছে। অনেক সময় তা পাঁচ হাজার কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দীর্ঘ হয়ে প্রশস্ত হয়ে থাকে।

তবুও মানুষ এই নদী চোখে দেখতে পায় না। তারা যা দেখে তা শুধুই কিছু পুঞ্জিভূত মেঘ।

নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বায়ুমণ্ডলীয় গবেষক ব্রায়ান কান বলেছেন, 'এই নদীর অস্তিত্ব ইনফ্রারেড ও মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দেখা যেতে পারে। এ কারণে বিশ্বজুড়ে জলীয় বাষ্প ও বায়ুমণ্ডলীয় নদী পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট বেশ কার্যকর হতে পারে।'

উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী মিসিসিপি যতোটা না আর্দ্রতা ছড়ায় তার চাইতে ১৫ গুণ বেশি আর্দ্রতা ছড়াতে পারে বায়ুমণ্ডলের বিশাল ও শক্তিশালী নদীগুলো। এই উড়ন্ত নদীগুলো গড়ে যে পরিমাণ জল নিঃসরণ করে তা বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী আমাজনের নিয়মিত জল প্রবাহের প্রায় দ্বিগুণ।

বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো সব সময়ই ছিল। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা আরো বেশি জলীয় বাষ্প তৈরি করছে, যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে জল ঝরে। যার কারণে বিপর্যয়কর বন্যা ও ভূমিধ্বস দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে,

১৯৬০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে।

জার্মানির পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব জিওসায়েন্সের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য প দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় নদী অনেক দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করছে। এর অর্থ হলো প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে, যা ভূপৃষ্ঠের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের খলিফা ইউনিভার্সিটির আরেকটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ঠিক এমনটাই হয়েছিল। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'আমাদের হাই-রেজল্যুশন সিমুলেশনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো দেখা গেছে। এই নদীগুলো যখন উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা থেকে পশ্চিম ইরানের দিকে উচ্চ গতিতে প্রবাহিত হয় তখন তা ভারি বৃষ্টিপাত তৈরি করে। আরো ভূমিধ্বস ও আকস্মিক বন্যা

পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সারা এম ভ্যালেজো-বার্নালের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলীয় নদী ঘনীভূত হওয়ার হার ক্রমেই বাড়ছে। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় ১৯৪০ সাল থেকে বায়ুমণ্ডলীয় নদী উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের তুলনায় এই নদীগুলো আরো ঘনীভূত হয়ে উঠছে।'

জিওফিজিক্যাল রিসার্চ জার্নালের ২০২১ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ব চীন, কোরিয়া ও পশ্চিম জাপানে বর্ষা মৌসুমের শুরুতে (মার্চ ও এপ্রিল) যে ভারি বৃষ্টিপাত হয় এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ভারি বৃষ্টিপাতের কারণ এই বায়ুমণ্ডলীয় নদী।

এদিকে ভারতের আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ভারত মহাসাগরের উষ্ণ পরিবেশ 'উড়ন্ত নদী' তৈরি করছে এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বরে এই অঞ্চলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যালের আবহাওয়াবিদ ড. রক্সি ম্যাথিউ কোল বলেছেন, 'যখন সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে ওঠে তখন তা বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোয় জমা হতে থাকে। বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো এই বিপুল পরিমাণ আর্দ্রতা বা জল কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে ভূপৃষ্ঠে ফেলতে থাকে। এর ফলে কম সময়ের জন্য বৃষ্টিপাত হয় এবং থেমে থেমে বৃষ্টি ঝরে। এর ফলে সারা দেশে ভূমিধ্বস ও আকস্মিক বন্যার ঘটনা বেড়েছে।'

যদিও সব বন্যা ও ভূমিধ্বস বায়ুমণ্ডলীয় নদীর কারণে হয় না। নানা কারণেও এসব হতে পারে। বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো পৃথিবীর নতুন নতুন অঞ্চলেও পৌঁছে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এর একটি কারণ হিসেবে জেট স্ট্রিমের কথা বলছেন। জেট স্ট্রিম হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বায়ুর একটি পরিবর্তিত ধরন। এর গতি অনেক দ্রুত এবং পরিধি বেশ সংকীর্ণ হয়। এই জেট স্ট্রিম বেশ দ্রুত গতিতে এবং সংকীর্ণ স্রোতে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হতে থাকে।

চিলির ভালপারাইসো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিদ ডেনিজ বোজকুর্ট বলেছেন, 'বাতাসে ঢেউয়ের পরিমাণ বেশি থাকা এবং জেট স্ট্রিম মানে এই দ্রুত গতির বাতাস আঁকাবাঁকা পথে যাবে এবং এতে সাধারণ গতিপথ থেকে বিচ্যুতিও হতে পারে। এটি বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোকে আরো জটিল পথে ধাবিত করতে পারে। সেই সঙ্গে এর সময়কাল ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে।'

সারা বিশ্বে বিপর্যয়কর বন্যা ও ভূমিধ্বসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে–এমন বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোকে তাদের আকার ও শক্তির ভিত্তিতে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ঠিক হারিকেনের মতো। যদিও সব বায়ুমণ্ডলীয় নদী ক্ষতিকর নয়, বিশেষ করে যদি সেগুলোর তীব্রতা কম হয়। বিশেষ করে এটি যদি এমন কোনো জায়গায় গিয়ে হাজির হয়, যা কি না দীর্ঘস্থায়ী খরায় ভুগছে তাহলে এই বায়ুমণ্ডলীয় নদী উপকারী হতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোর পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস শুধু যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল থেকেই দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলো ওই অঞ্চলে অবস্থান করলে সেখান থেকে এর প্রভাবগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। বহু দশক ধরে তারা বেশ ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

ভালপারাইসো বিশ্ববিদ্যালয়ের বোজকার্ট বলেন, 'আঞ্চলিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বায়ুমণ্ডলীয় নদী সম্পর্কে ধারণা বেশ সীমিত। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জটিল অঞ্চলগুলোয় বায়ুমণ্ডলীয় নদীগুলোর উপস্থিতিসংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি থাকা।'

সৌ: বিবিসি

প্রথম নজর

সোশ্যাল মিডিয়ার নানা প্রভাব নিয়ে আলোচনা সভা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মধ্য কলকাতার কুমেদান বাগান লেনের আব্দুল ফাতাহ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল 'মুসলিম সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার মিটস'। সলিডারিটি ইয়ুথ মুভমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে আয়েজিত এই সেমিনারে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব পোর্টালগুলো নিউজ গুলো ইনফরমেশন গুলো মানুষ পাচ্ছেন ইলেকট্রল মিডিয়ার থেকে তার অনেক সত্যতা কতটা তা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিনের সেমিনারে সোশ্যাল মিডিয়া প্রকাশিত সংবাদের প্রভাব বিশেষত মুসলিম সমাজে পড়ে সে সম্পর্কে অনেকে মত প্রকাশ করেন। আলোচকরা বলেন, শুধু সমাজের ভাল চিত্র তুলে ধরলে চরবে না সমাজের অবক্ষয় ও খারাপ দিকের কথাও তুলে ধরা উচিত। এদিনের সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিতি ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রিয়াজ। বিমিষ্ট অতিথি হিসেব ছিলেন মীযান পত্রিকার সম্পাদক ডা. মসিহুর রহমান প্রমুখ। মুহাম্মদ রিয়াজ নিউজ পোর্টাল সহ অনলাইন সাংবাদিকতা নিয়ে নানা কথা বলেন। বিশেষ করে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকতার ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেন। তিনি নিউজ পোর্টালে সাংবাদিকতা বিষয়ে সাংবাদিকদের যেসব বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আব্দুল আজিম, সেখ হাসিবুর রহমান, সেখ আমজেদ আলী, সেখ সালমান, সলিডারিটি ইয়ুথ মুভমেন্টএর রাজ্য সভাপতি ওসমান গনি, সাধারণ সম্পাদক সেখ আরিফুল রহমান, সেখ মোকাদ্দেরুল হক প্রমুখ। এদিন বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের কর্ণধারদের সম্মানিত করা হয় মোমেন্টো প্রদানের মাধ্যমে।

রক্তদানে মেয়েরা এগিয়ে আসুন: মন্ত্রী জাভেদ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার তপসিয়ায় ইয়ং মুসলিম সোসাইটি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর তরফে প্রতিবছরের মতো এবারেও স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে মোট একশজন রক্তদান করেছেন।
তবে শিবিরে রকতদাতা মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। ফি বছর দু'দিন ধরে এই সংগঠন নানান অনুস্ঠানের আয়োজন করে আসছে।আগের দিন ছিল জিকরে শাহাদতের মত পবিত্র মাহফিল। শিবির কে সমৃদ্ধ করতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান,
ও ৬৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফয়াজ আহমেদ খান সহ বিশিস্টরা। ক্লাবের পক্ষ থেকে রক্তদাতাদের সার্টিফিকেট, পুস্টিকর খাবার ও মূল্যবান ডাইনিং সেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। লাইফ কেয়ার এর তরফে সমগ্র রক্ত নেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন এই রক্তদান শিবিরে মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতি বেশ গর্বের বিষয়। মহিলাদের মধ্যে

সৃষ্টি করতে হবে সামাজিক সচেতনতা, তবেই সমাজ জাগবে। স্থানীয় কাউন্সিলর ফৈয়াজ আহমেদ খান বলেন নির্বাচন থাকায় রক্তদান শিবিরের মতো বহু সামাজিক কাজকর্ম হয়নি।ফলে ক্লাবের এই রক্তদান শিবির অত্যান্ত প্রশংসার দাবি রাখে। বর্ষাকাল চলছে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু যাতে না হয় তারজন্য জমা জল পরিষ্কার করতে হবে। বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেশি বেশি সচেতনতা ফিরিয়ে আনার কথা তিনি বলেন।
সভাপতি এস এম হাসানগির ,সহ সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিন, সেক্রেটারি সেখ আসগর আলি ও যুগ্ম সেক্রেটারি আমিনুল হক সহ অসংখ্য ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এলাকার সাধারণ গরিব মানুষদের কম্বল, বস্ত্র বিতরণ সহ শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। অন্তরের সাধারণ দুস্থ মানুষের জন্য নিখরচায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় দীর্ঘদিন ধরে চলছে।

শ্রমিক নেতার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রক্তদান একটি মহৎ কারণ এবং একটি নিঃস্বার্থ কাজ যা জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে। প্রয়োজনে কাউকে আপনার রক্ত দান করা একটি মহৎ কাজ এবং অঙ্গ দান করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কাউকে জীবনে সুযোগ দেওয়ার মতো। আর সেই কাজেই দীর্ঘদিন থেকে পরিচালনা করে আসছেন রামপুরহাট শহরের আইএনটিটিইউসির সভাপতি আব্দুল রেকিব ।এমনিতেই আগস্ট মাস বিপ্লবের মাস এই মাসেই প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আইএনটিটিইউসি। এবারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রামপুরহাট টাউন হল প্রাঙ্গনে। আয়োজন করেন আইএনটিটি ইউসির রামপুরহাট শহর

সভাপতি আব্দুল রেকিব মহাশয় তিনি জানান আমাদের এই শিবিরে ১০০ জনের কম রক্তদান হয় না ১০০ জন এর বেশি হয় এবারও তাই হবে । এই অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আসিস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি-এর জেলা সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য এবং রামপুরহাট পৌরসভার পুরোপিতা সৌমেন ভকত। রক্তদান শিবির শুরু করেন সম্পাদক আব্দুল রেকিব নিজে প্রথম রক্ত দিয়ে ।

লালগোলায় জমি নিয়ে বিবাদে দাদার হাতে খুন হলেন ভাই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জমি বিবাদের জেরে দাদার হাতে খুন হল ভাই। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতেশনগর ঘাট এলাকায়। মৃতের নাম হাজিকুল ইসলাম (৪১)।
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে রাজনৈতিক কারণে মৃত হাজিকুলের বাবা সিরাজুল হক ওরফে নবীকে খুন হতে হয়েছিল। এবার পারিবারিক জমি বিবাদের জেরে ছেলে খুন হলো আরেক ছেলের হাতে।
পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে, বিবাদের জল গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। প্রায় দেড় মাস আগে থেকে মৃত হাজিকুল ইসলাম পাশের গ্রাম ইশাপুরে থাকতেন। মাঝেমধ্যে সীতেশনগরে নিজের বাড়িতে আসতেন তিনি।
অভিযোগ, রবিবার বিকেলে হাজিকুল সীতেশনগর ফেরিঘাট এলাকায় চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল। তখন হাজিকুলের

দাদা খায়ের শেখ সহ তার ছেলেরা ঘিরে ধরে মারধর করে তাকে। এলোপাথাড়ি হাঁসুয়ার আঘাত করা হয় বলেও অভিযোগ। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে হাজিকুল। লালগোলা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনায় খায়ের শেখ সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে লালগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত হাজিকুলের পরিবার। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ।

বেহাল দশা পাথরপ্রতিমার কুমির প্রকল্প, হতাশ হচ্ছেন পর্যটকেরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সুন্দরবনের ভাগবতপুর কুমির প্রকল্পের বেহাল দশা, বেড়াতে এসে কুমির প্রকল্প দেখে আশাহত হয়ে বাড়ি ফিরছে পর্যটকেরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা ব্লকের ভাগবতপুর কুমির প্রকল্প এশিয়া ফেমাস পর্যটনকেন্দ্র নামে কাগজ কলমে এমন কি ইতিহাসের পাতা দখল করে আছে, বর্তমানে যার বেহাল অবস্থা। সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে কুমিরের বাচ্চা ফোটানো এই প্রকল্পের অভিনব পদ্ধতি।আর সেই পর্যটন কেন্দ্রে আমফান ইয়াসে ভেঙে যাওয়া মিউজিয়ামের ঘরটি এখনো পর্যন্ত সংস্কার হয়নি। দর্শনার্থীরা দর্শণের প্রারম্ভে দেখতে পান বাড়িটির ধ্বংস স্তুপ। একবার পর্যটন কেন্দ্রে এলে দ্বিতীয়বার কেউ আসতে চাইছে না । ত্রিরিশ টাকার টিকিট কেটে কুমির প্রকল্পের ভিতরে ঢুকতে হয় কুমির দেখার জন্য, কিছুটা এগিয়ে যাবার পর বিভিন্ন বোর্ডে লেখা রয়েছে ১৯৭৬ সালে কুমির প্রকল্পের উদ্বোধন হয়, কুমির সাধারণত ৫০ বছর বাঁচতে পারে, ১৫ থেকে ২০ মিটার জলের নিচে থাকতে পারে, এদের দাঁতের সংখ্যা ৬৪ থেকে ৬৯ টিপূর্ণবয়স্ককুমিরের। মার্চ মাসে এরা মিলিত হয়, মে মাসে ডিম পাড়ে, প্রায় ৭০ টি, ৮০

থেকে ৯০ দিন নির্দিষ্ট জায়গায় ডিম রাখার পর কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাগুলিকে জন্ম দেওয়া হয় অতচ কুমিরের ডিমগুলি সংগ্রহ করে এনে বিজ্ঞানের অভিনব প্রযুক্তির দ্বারা ডিমগুলি থেকে বাচ্চা বার করা হয়। তারপর বাচ্চা গুলিকে পরিচর্যা করে এক বছর বয়স হয়ে গেলে বিভিন্ন নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।তবে সেই কুমির প্রকল্পে ঢুকলেই পর্যটকরা হবে আশাহত। টিকিট কেটে ঢুকলেই সামনেই পড়বে মিউজিয়াম, যেখানে রাখা আছে কুমিরের ডিম, কিন্তু আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত এই মিউজিয়ামটি বা ঘরটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত, বিভিন্ন আধিকারিক থাকা সত্ত্বেও তাদের চোখে একবার ও পড়েনি বা বা সংস্কার করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাননি। ২০২০ সালে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আমফান হয় আর তখনই লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায় পর্যটন কেন্দ্রটি, কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় চার বছর অতিবাহিত হল অথচ ঘর সংস্কার থেকে পর্যটন কেন্দ্রটি সংস্কার করা হলো না, অথচ মানুষকে ধোকা দিতে নেওয়া হচ্ছে ৩০ টাকা টিকিট, ভিতরে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কয়েকটা কুমির ছাড়া, কুমির প্রকল্পে শুধু কুমিরই থাকবে সেটাই ঠিক কিন্তু ভগ্ন ঘরে বিভিন্ন জায়গায় ভাঙ্গা বেঞ্চ দেখতে হবে এই পর্যটকরা আশা করেনি।তবে কেন এই ভাঙ্গা সংস্কার হয়নি, কেন পর্যটন কেন্দ্রের বেহাল দশা,এ বিষয়ে পর্যটন কেন্দ্রের কোন কর্মী বা আধিকারিকরা কোনো কথা বলতেই রাজি হননি।

মেমারির আল মদিনা সোসাইটির উদ্যোগে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: বিনা খরচে ছানি অপারেশন মেমারির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আল মদিনা সোসাইটি প্রতি বছরের মত এবারও দুঃস্থ মানুষদের বিনা জন্য খরচে চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করল মেমারীর আল মদিনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এটি ২৫ তম বছর। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট লেখক গোলাম আহমাদ মোর্তজা (রহ.)। এখানে চলছে একটি জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ছাত্র এবং ছাত্রীদের পৃথক আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল (মামূন ন্যাশনাল স্কুল), অন্ধদের স্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের হাই মাদ্রাসা। ২৫ তম এই বাছাই ক্যাম্পে প্রায় ২৪৮ জন রোগীর পরীক্ষা করা হয় এবং ১৪৭ জনের ছানি ধরা পড়ে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে এই রোগীদের অপারেশন বিনা খরচে আগামী এক মাসের মধ্যে রোটারি হুগলি আই হাসপাতালে করানো হবে। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি গ্রামে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আজকের এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, মেমারী থানার ওসি দেবাশীষ নাগ, সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ বিশ্বজিৎ মন্ডল, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাশেম মন্ডল । এছাড়াও মেমারি শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং সমাজ সেবীরা। প্রত্যেকে এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন। মামূন ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় এই ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। রোটারি ক্লাবকে এই সোসাইটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান কারণ বহু দুস্থ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হন। কোষাধ্যক্ষ মাননীয় সবুরউদ্দিন বলেন চোখের ছানি অপারেশনও এখন ব্যয় বহুল। গরীব দুঃস্থ মানুষেরা প্রতিবছর এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করেন। বিনা খরচে এই সোসাইটি এই ১৪৭ জনের সফল অপারেশন করাবে। মাননীয় সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমাদ বলেন ইসলাম ধর্ম মানব কল্যাণের কথা বলে। তাই এই ধরনের উদ্যোগ আমরা নিই। জাতি ধর্ম পুরুষ নারী নির্বিশেষে এই রকমের বহু জনকল্যাণমুখী কাজ আমরা করে থাকি।
আল মদিনা সোসাইটি ত্রিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী সেবামূলক সংস্থা। রোটারি ক্লাব হুগলি আই হাসপাতালের সঙ্গে যৌথভাবে গত পঁচিশ বছর ধারাবাহিক ভাবে এই সেবার কাজটি সফল ভাবে চলে আসছে। সোসাইটির সভাপতি কাজী মুহাম্মাদ ইয়াসীন তাই রোটারি ক্লাব হুগলির হীরালাল যাদব, মলয় কুমার সাধু সহ সকল চিকিৎসক ও স্টাফদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রাস্তা উঁচু, তাই সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার নোংরা জল ঢুকছে দোকানে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: দোকান হয়েছে নিচু আর রাস্তা উঁচু। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার নোংরা জল হুহু করে ঢুকছে দোকান ঘরে, বাড়িতে। বর্ষা শুরু হতেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বড়ঞা থানার, কুলি চৌরাস্তা বাজারে। নিকাশি সমস্যার কারণেই এমন চলছে বলে বাসিন্দারা দাবি করেছেন। তাই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।
বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ফরাক্কা হলদিয়া বাদশাহি সড়কের পাশেই রয়েছে কুলি চৌরাস্তা মোড় । অধিকাংশ বাসিন্দা ওই রাস্তার দুইপাশে বসবাস করেন। কুলি চৌরাস্তায়। দোকান ঘর থেকে বাড়ি রয়েছে ওই রাস্তার দুইপাশেই। কিন্তু বাদশাই সড়কের সংরক্ষণের কাজ চলছে। সেটি বাড়ি ঘর থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার বাড়ি থেকে রাস্তার উচ্চতা প্রায় চার ফুট ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলেই যাবতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে।
বাসিন্দারা আরও জানান, বারবার প্রশাসনকে জানান সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বৃষ্টি হলেই রাস্তার নোংরা জল ঢুকছে বাড়িতে দোকান ঘরে। ফলে দোকানের স্টেশনারি দোকান কাপড়ের দোকান সামগ্রী নষ্ট হয়ে পড়ছে। ব্যবসায়ীরা পড়ছে লোকসানের মুখে। বাসিন্দা আতাউর আলি বলেন, নালা পরিষ্কার না করায় সেগুলি বুজে গিয়েছে। তাই বৃষ্টি হলেই রাস্তার জল ঢোকে বাড়িতে দোকান ঘরে।

প্রতিবাদ মিছিল শিশু বিকাশের পড়ুয়াদের

সেখ নুরুদ্দিন ● সোনারপুর

আপনজন: সারা বাংলা জুড়ে চলছে আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নৃশংস খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের দাবি -ন্যায়বিচার ও উপযুক্ত চরম শাস্তি। বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। চলছে সিবিআই তদন্ত। সন্দেহ ভাজনের তালিকায় নাম উঠেছে অনেকের। ঐ অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে পথসভা ও মিছিল করল বিদ্যালয় থেকে তেমাথা মোড় পর্যন্ত দঃ ২৪ পরগনার সোনারপুরের শিশু বিকাশ একাডেমির ছাত্র -ছাত্রীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানার আর মুখে স্লোগান দিয়ে পথ পরিক্রমা করল পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। সাথে পা মিলিয়েছেন শিক্ষক -শিক্ষিকাবৃন্দ। শিশু বিকাশ একাডেমির সম্পাদক শিক্ষাবিদ মুন্সী আবুল কাশেম জানান "পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজসচেতনতায় ছাত্র ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজন।"

সেপ্টেম্বরে তিনদিন ট্রাক ধর্মঘটের ডাক রাজ্যজুড়ে

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: ৭ দফা দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ট্রাক অপারেটর্স ফেডারেশন ওফ বেঙ্গল একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফেডারশনের রাজ্য সম্পাদক সজল ঘোষ,দক্ষিণ দিনাজপুরের সম্পাদক চঞ্চল সাহা,বীরভূমের সভাপতি মহম্মদ সামসুজ্জোহা, সম্পাদক আনাশ আহমেদ,মালদার সম্পাদক সৌম্য বোস, হুগলীর সম্পাদক প্রবীর চ্যাটার্জী প্রমুখ।
সাংবাদিক সম্মেলনে সজল ঘোষ জানান, সাত দফা দাবির ভিত্তিতে তারা আগামী ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ৭২ ঘন্টা ট্রাক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তিনি জানান, বীরভূমে ওয়েব ব্রিজে পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে গত ১৫ দিন ধরও অবস্থান বিক্ষোভ চলেছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান হয় নি। তাই তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিন দিনের ট্রাক ধর্মঘট ডেকেছেন। তাদের মূল দাবি ওভার লডিং, হেরাসমেন্ট, অনৈতিক পার্কিং চার্য বন্ধ করতে হবে।

গৃহস্থ বাড়িতে ছাদ থেকে উদ্ধার বল বোমা!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গৃহস্থ বাড়িতে ছাদ থেকে উদ্ধার বল বোমা! উদ্ধার বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়াল মালদার বৈষ্ণবনগর থানার চক সেহেরদি বিশ্বাসটোলা এলাকায়। জানা গেছে, চক সেহেরদি বিশ্বাসটোলা এলাকার বাসীন্দা মনিরুল সেখের বাড়ির ছাদে একটি বল পরে থাকতে দেখে তার ছেলে খেলার জন্য বল ভেবে নিয়ে খেতে যায় পরিবারের লোকের সন্দেহ হওয়ায় বল জাতীয় বোমাকে ভালো করে দেখেলে এতো ভারি তা দেখে সন্দেহ হয় বোমা মনে হয়। তরিঘরি খবর দেওয়া হয় পরিবারের তরফে বৈষ্ণবনগর থানায় ছুটে আসে পুলিশ সন্দেহ জনক বল টি সনাক্ত করে বোমা। তারা তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবনগর থানায়।পুলিশ গিয়ে বল জাতীয় বস্তুটিকে তাদের নজদারীতে রেখে পুলিশ খবর দেয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াডে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন সহ বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরে এল বহু ট্রলার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরে এলো বহু ট্রলার। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের জেরে সাগরে বইছে ঝোড়ো হাওয়া ফলে উত্তাল হয়েছে সমুদ্র। যার জেরে ফিরতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। এই পরিস্থিতি আজ এবং আগামীকাল পর্যন্ত চলবে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জানা গিয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপরে ঘন্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। দমকা হাওয়ার বেগ ঘন্টায় ৫৫ কিলো মিটার। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রের এই উত্তাল পরিস্থিতি বজায় থাকবে। সেজন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শনিবার থেকে মাছ ধরতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের। ইলিশের মরশুম চলছে। মাছ ধরার একাধিক ট্রলার সমুদ্রে বেরিয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র উত্তাল থাকায় তারা বেশি দূর যেতে পারেনি। সকলকেই ফিরে আসতে হয়েছে। এই মরশুমে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছে বলে মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠন জানিয়েছে।

শান্তিনিকেতন এলাকায় বোমাতঙ্ক ছড়াল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরের হ্যাপি হোম স্কুলের রাস্তা উল্টোদিকে একটি ব্রিফকেসকে পড়ে থাকতে দেখে বোমাতঙ্ক ছড়ালো রবিবার বিকেলে। দীর্ঘক্ষণ বোলপুর দমকল দপ্তর ও একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যবর্তী রাস্তার মধ্যে বড় আকারের ব্রিফকেস পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তার মধ্যে বোমা থাকতে পারে সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শান্তিনিকেতন ও বোলপুর থানার পুলিশ। তারপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বোমা নিষ্ক্রিয় দলের আধিকারিকরা। এলাকাটিকে ফাঁকা করে দেওয়ার পর তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী ব্রিফকেস টিকে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তার মধ্যে কোনো বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যায়নি। পরে ব্রিফকেসটি খুলে দেখা যায় সেটি সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা। কে বা কারা? কি উদ্দেশ্যে সেটি এখানে ফেলে গিয়েছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বোলপুরে বাইক মিছিল

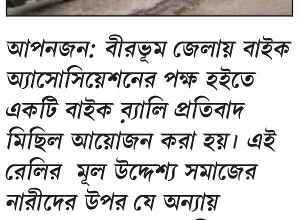

আপনজন: বীরভূম জেলায় বাইক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে একটি বাইক র‍্যালি প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করা হয়। এই রেলির মূল উদ্দেশ্য সমাজের নারীদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার চলছে তার তীব্র প্রতিবাদে এই র‍্যালি এবং আর জি করের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এই বাইক র‍্যালির আয়োজন। র‍্যালিটি শুরু হয় সিউড়ি বেণীমাধব স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এবং শেষ হয় বোলপুর শান্তিনিকেতন রতন পল্লীতে।

প্রথম নজর

নজরুলের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা চক্র ‘মানবতা’র

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো মানবতা মিলন উৎসব ২০২৪ ও কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণসভা। শনিবার কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান গৃহে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘মানবতা’র উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিশিষ্টজনদের সম্মানিত করা হয়। এ দিন নজরুল সঙ্গীত ও প্রতীকী বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সারা বছর ধরে ‘মানবতা’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সেবামূলক কাজকর্মের ওপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং সংস্থার মিশন এবং ভিশন নিয়ে একটি নিউজ লেটারও প্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠান থেকে।
বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের উত্তরসূরী নূপুর কাজী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক সংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, মাদ্রাসা বোর্ডের সাবেক ডাইরেক্টর আরফান আলী বিশ্বাস, টেকনো ইন্ডিয়া ডাইরেক্টর সুজয় বিশ্বাস, আল আমীন মিশনের সুপারভাইজার মারুফ আজম, শিক্ষক মদত আলী, ডায়মন্ড হারবার ওমেন ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার ড.সাইদুর রহমান, নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর, বাচিক শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক এর ডাইরেক্টর স্বপন সরেন প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান থেকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় আল-আমীন মিশনের সুপারিটেনডেন্ট হাসেম মল্লিককে, এ দিন এই সম্মান গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী আসলুমি বেগম। আজীবন সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয় আল আমীন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম এবং সার্দান হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট সমিতির ডাইরেক্টর তথা সমাজসেবী আবদুল ওহাবকে। পাশাপাশি মানবতা সম্মাননা প্রদান করা হয়, মানবিক শিক্ষক আবদুল হালিম বিশ্বাস, মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদিন হক আদি, তথ্যচিত্র নির্মাতা মজিবুর রহমান, অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলি প্রফেশনালকে (এবিপি),কেরিয়ার কাউন্সিলর মহসিন আলি,ডি এস পি মো.আজহারউদ্দিন, শিল্পী অঞ্জন জানা, উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ, ডা.আমানুল হক সহ অনেককেই। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের পরিবারের সদস্য নূপুর কাজী, কবির মানবিকতার আদর্শের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন।

বঙ্গশ্রী সম্মান পেলেন সাংবাদিক জসিমউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ‘বং সিনেমাটিক’ আয়োজিত ‘বঙ্গশ্রী সম্মান ২০২৪’ আয়োজিত হলো সল্টলেকের রবীন্দ্র ওকাকুরা মঞ্চে। সমাজের বিভিন্ন কৃতি সন্তান দের পরিচয় পর্বের মধ্যে দিয়ে ও সম্মান প্রদান এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল এই অনুষ্ঠান। বিখ্যাত সংগীত শিল্পী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কে এদিন ‘বঙ্গশ্রী আজীবন কৃতিত্ব সম্মান’ প্রদান করা হলো।
আইনী সংবাদদাতা ও কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিনকে বঙ্গশ্রী সম্মান জানানো হয়। টানা ২২ বছর সাংবাদিকতা এবং টানা ১৩ বছর পূর্ব বর্ধমান জেলার কোগ্রামে পল্লিকবির বাড়িতে কুমুদ সাহিত্য মেলার আয়োজন করে চলেছেন তিনি।
কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বৈদূর্য ঘোষাল কে দুস্থ অসহায় মানুষদের আইনী পরিষেবা দেওয়ার জন্য সম্মানিত করা হয়। বং সিনেমাটিক এর শর্ট ফিল্ম ভালোবাসার অনুভূতি এই দিন মুক্তি পেল উপস্থিত ছিলেন শিল্পী প্রণতি মন্ডল , সৌমাল্য বিশ্বাস , সৌমেন রায় ,পূজা মন্ডল , বুলু গোস্বামী, সঞ্জয় দাস প্রমুখ।

সল্টলেকের এডি ব্লকে চিরন্তনীর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন; সল্টলেক এডি ব্লকে শনিবার চিরন্তনী এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী বর্ণালী সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে প্রখ্যাত চিকিৎসক সরকার দম্পতির রাজকীয় বাসভবনে মন ভালো করতে অসাধারন ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় সন্ধ্যায়। প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন শিল্পী এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না ভৌমিক। তাঁকে সম্মান জানান

চিকিৎসক দম্পতি ড: পুর্ণেন্দু বিকাশ সরকার ও বর্ণালী সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায় , বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সম্পাদক ,বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চ, ফিরোজ হোসেন ও সঙ্গীতশিল্পী ডা: উৎসব দাস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী বর্ণালী সরকার।

নদিয়ায় সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া সরকারি জায়গায় গজিয়ে ওঠা একাধিক নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন, স্থানীয়দের দাবি প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকারি জায়গায় গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করল স্থানীয় প্রশাসন,বুলডোজার চালিয়ে একাধিক দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। নদীয়ার ফুলিয়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরের সন্নিকটের ঘটনা।বিকেল থেকে শুরু হয় এই উচ্ছেদ পর্ব,উচ্ছেদের শেষে লাগানো হয় সরকারি ফলক।সরকারি জায়গা অর্থাৎ এখানে কোন অবৈধ নির্মাণ করা যাবে না করা নির্দেশ জেলা প্রশাসনের। যদিও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় যথেষ্ট খুশি স্থানীয় মানুষ।
তাদের দাবি যারা অবৈধ নির্মাণ করেছিল তাদের বারংবার জানানো সত্বেও কোন কর্ণপাত করেনি।ওই জায়গায় লাগানো হয়েছিল একাধিক গাছ সেই জীবন্ত গাছ কেটে দখলদারীরা জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছে। যদিও প্রশাসনের এই ভূমিকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি দাবি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তিনি তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে এই কাজ করছে,, উচ্ছেদ পর্ব চলার সময় কোন রকম ভাবেই বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হয়নি। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা শান্তিপুর ব্লক এ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুব্রত সরকারের দাবি,, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা নির্দেশেই প্রশাসন দখলদারি উচ্ছেদ করছে,, সেখানে বিজেপি নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। প্রশাসন যেটা করছে সেটা সরকারি নির্দেশেই করছে। যে জায়গা থেকে দখলদারি উচ্ছেদ করা হয়েছে সেটি একটি সরকারি জায়গা, প্রশাসনের এই ভূমিকায় আমরা খুশি। যদিও ফুলিয়া বাশির দাবি আরো একাধিক জায়গায় গজিয়ে উঠেছে অবৈধ নির্মাণ সেগুলি কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। যারা দোকানদারি করে সংসার চালাতেন তারা তো এখন রাস্তায় বসেছেন। তাদের পুনর্বাসন কে দেবে। যদিও এ প্রসঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে প্রশ্ন করলে তিনি কোন উত্তর দেননি।
অপরদিকে প্রশাসন সূত্রে খবর এই দখলদারি উচ্ছেদের আগে একটি হাতাহাতির ঘটনা ঘটে, আর এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও তাদের আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন রানাঘাট এ সিজিএম আদালত। তবে সরকারি জায়গা উচ্ছেদ নিয়ে এখন সরল পড়ে গেছে ফুলিয়া এলাকায়।

জন্মাষ্টমীর ভক্তদের জল, টিফিন দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা আব্দুল হাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: রাজনৈতিক হানাহানিতে বরাবরই খবরের শিরোনামে থাকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসন এলাকা। কিন্তু সব হানাহানি দূরে ঠেলে এবার ভিন্ন ছবি দেখাল শাসন। জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে শাসনের রাজারহাট রোডের বড়পোলে ফুটে উঠল এক টুকরো সম্প্রীতির ছবি। এদিন জন্মাষ্টমীর পুর্নাথীদের হাতে পানীয় জল, লুচি আলুরদম টিফিন হিসেবে খেতে দিল হিন্দু মুসলিম সহ দুই সম্প্রদায়ের মানুষজন। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে পুর্নাথীদের টিফিনের পাশপাশি সাময়িক বিশ্রামেরও ব্যবস্থা করে দেন শিবু প্রামাণিক, আব্দুল হাই, আব্বাসউদ্দিনরা।
প্রসঙ্গত, এই জন্মাষ্টমীকে ঘিরে একটা উৎসবের পরিবেশ হয়ে ওঠে শাসনের বড়পোল এলাকা। জন্মাষ্টমীর এই খাওয়া দাওয়া করতে এদিন ভিড় জমান উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবপ্রেমী মানুষজন। জন্মাষ্টমীকে ঘিরে শাসনে ফুটে ওঠে যেন এক টুকরো সম্প্রীতির ছবি। এ ব্যাপারে হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা তথা শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই বলেন, আমাদের শাসন এলাকা বরাবরই সম্প্রীতির জায়গা। একটা সময় শাসনের নাম শুনলে মানুষজন ভয় পেতো।
সেখানে পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরে আজ শাসন এলাকা শান্ত। আমাদের নেত্রীর দেখানো পথে শাসনে যেমন ঈদ উৎসব, রথযাত্রায় আমরা শামিল হয়। তেমনিই আজকে জন্মাষ্টমীর উৎসবে সকলেই অংশ নিচ্ছি। এটাই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্প্রীতির বাংলা। আর এতে খুশি শিবু ও শ্যামল প্রামণিকরা।

দুর্গাপূজা কমিটিদের নিয়ে বৈঠক

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: দূর্গোৎসব ২০২৪ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত পুজো কমিটির সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরের গোয়ালজান এলাকায়। সামনের দুর্গাপূজা উৎসব। এ বছর দুর্গাপূজার অনুদান বেড়ে ৮৫ হাজার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত দুর্গাপূজা কমিটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা। রবিবার বৈকালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের গোয়ালজান রিফিউজি বয়েজ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনা সভা। যেসমস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত পুজো কমিটি গুলো সরকারিভাবে অনুদান পায় দুর্গাপূজোতে, তাদের নিয়ে এদিনের বৈঠকে সরকারের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে অংশ নেন এলাকার দুর্গাপূজো কমিটি গুলো। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এনবিএসটিসি ডিরেক্টর ও জেলা পরিষদ সদস্য রাজীব হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কারামন্ত্রীকে সংবর্ধনা রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য প্রাক্তন কারামন্ত্রী অখিল গিরির সাথে মহিলা বন আধিকারিকের সাথে বাকবিতন্ডার জেরে রাজ্য তৃনমূল নেতৃত্ব বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন।সেই মোতাবেক কারামন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয় এবং সরাসরি তিনি করেও দেন।যারপরনাই বেশ কিছু দিন কারামন্ত্রী কে হতে পারেন তা নিয়ে চলে জোর চর্চা।সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি রাজ্যের নতুন কারামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকেই। রবিবার রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নব-ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় রাজনগর নজরুল মঞ্চে। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা, ব্লক সহ-সভাপতি রানা প্রতাপ রায়, ব্লক সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ শরীফ, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি পরিমল সাহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের জেলা কার্যকরী পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। রবিবার দুপুরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার চোয়া বি বি পাল বিদ্যানিকেতনে।
এই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি , সংগীত প্রতিযোগিতা নৃত্য প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা সহ একাধিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এই প্রতিযগিতায় যারা প্রথম হবে তারা জেলা স্তরে তারপর রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে জানা যায়। এদিন যারা প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়।
এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মুখ্য পরিচালক তাপস মজুমদার, মুর্শিদাবাদ জেলা প্রধান পরিচালক অরুণ মুখার্জি, জেলা মুখ্য সম্পাদক গির নন্দী, জেলা কোষাধক্ষ্য বিভাস অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিল খুশির আমেজ।

সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি হল রয়েল বেঙ্গল টাইগার

আসিফা লস্কর ● সুন্দরবন

আপনজন: ভ্রমণপিপাসু বাঙালির কাছে সুন্দরবন মানেই একটা অন্যরকম আবেগ। সুন্দরবনে ঘুরতে এসে বাড়তি পাওনা রয়েল বেঙ্গল টাইগার দর্শন। সুন্দরবনের রাজা সব সময় সাধারণ মানুষকে দর্শন দেয় না। কিন্তু পর্যটকদের কপাল ভালো থাকলে সুন্দরবনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পাওয়া যায়। পর্যটকরা মূলত সুন্দরবনে বেড়াতে আসে বাঘ দর্শনের জন্য। পর্যটকদের সামনে নদীর খাড়িতে দেখা মিলল রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কলকাতা থেকে ২৫ জনের পর্যটক দল কুলতলির কৈখালী থেকে ঐ পর্যটকদের দল টি বনদপ্তর এর গাইড সমিরন সরদার ও হরিপদ সরদারের নৌকায় করে ঝড় খালি থেকে তারা বৈধ পাস নিয়ে সুন্দরবনের দোবাঁকি এলাকায়। দোবাঁকি থেকে পীর খালি ৬ নম্বর জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সম্মুখ সমরে পর্যটক এর দল।বাঘের ছবি ক্যামেরাবন্দী পর্যটকদের দল । আর এতেই উজ্জীবিত সুন্দরবনে আশা কলকাতার এই পর্যটক এর দল।বৃষ্টি-বাদলের এই আবহাওয়ায় সুন্দরবনে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের মনের স্বাদপূরণ করছে রয়্যাল বেঙ্গল। রবিবার দোঁবাকির জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আসতে দেখা যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। অল্প সময়ের মধ্যেই নদীতে সাঁতার কেটে পীরখালির জঙ্গলে ঢুকে যায় বাঘটি। খাঁড়ি পাড় হওয়ার সময় ওই বাঘটিকে নদী পেড়তে দেখেন পর্যটকরা।যদিও সুন্দরবনে প্রচলিত প্রবাদ বলে, বাঘ দেখা সবার কপালে হয় না। যদিও ইদানীংকালে সুন্দরবনে বেড়েছে ‘বিগ বস’-এর আনাগোনা। কারণ ২০১৮ সাল থেকে হওয়া বাঘ সুমারির তথ্য অনুযায়ী, সুন্ধের বাঘের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে ম্যানগ্রোভের দ্বীপে ঘুরতে গেলে দক্ষিণরায়ের দেখা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।বৃষ্টি-বাদলের এই আবহাওয়ায় সুন্দরবনে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের মনের স্বাদপূরণ করছে রয়্যাল বেঙ্গল। রবিবার দোঁবাকির জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আসতে দেখা যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। অল্প সময়ের মধ্যেই নদীতে সাঁতার কেটে পীরখালির জঙ্গলে ঢুকে যায় বাঘটি। খাঁড়ি পাড় হওয়ার সময় ওই বাঘটিকে নদী পেড়তে দেখেন পর্যটকরা। সুন্দরবনের রাজাকে স্বমহিমায় তার রাজত্বে বিচরণ করতে দেখে খুশি পর্যটকেরা।

জন্মাষ্টমীতে বহড়ুতে তৈরি হচ্ছে দেদার নাড়ু

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: প্রতি বছর ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সারা দেশে মহা আড়ম্বর সহকারে পালিত হয় ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন। আরে জন্ম অষ্টমী থেকেই উৎসবের সূচনা বলেই অনেকেই মনে করে। জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ তালের বড়া নারকেল নাড়ু এই ধরনের বিভিন্ন প্রসাদ নিবেদন করা হয় তাকে। এই উৎসবের আগে মা ঠাকুরমা নিজেরাই তাদের হাতে বানিয়ে নিতেন এই ধরনের বিভিন্ন নাড়ু। তবে এখন সময় বদলেছে মানুষের কাজ বেড়েছে যার কারণে এখন আর সেভাবে বাড়িতে এই ধরনের প্রসাদ তৈরি করতে দেখা যায় না। ভরসা করতে হয়। দোকানেরই উপরে। মূলত ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে এবং রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই তিথি নক্ষত্র অনুযায়ীই পালিত হয় জন্মাষ্টমী। মোটমুটি ধনী, দরিদ্র, সাবেকি এবং আধুনিক হিন্দুরা এই দিনটি পালন করে থাকেন নিজের নিজের সাধ্য মতো। তাই প্যাকেট বন্দি নারকেল নাড়ুর লাড্ডু এই ধরনের প্রসাদের চাহিদা এখন তুঙ্গে উঠেছে। প্যাকেট করা নারকেলের নাড়ু মতিচুরের লাড্ডু বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে। নাড়ুর জোগান দিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার বহড়ু ও সংলগ্ন এলাকায় ঘরে ঘরে কারখানাতে নারকেলের নাড়ু মতিচুরের লাড্ডু আরো বিভিন্ন ধরনের জন্মাষ্টমী প্রসাদ বানাচ্ছেন মহিলারা। সেখান থেকেই প্যাকেটবন্দি নাড়ু চলে যাচ্ছে কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন বাজারেও। প্রসঙ্গে এক ব্যবসায়ী বলেন সামনে জন্মাষ্টমী আর যার জন্য এই ধরনের বিভিন্ন নাড়ুর চাহিদা তুঙ্গে যোগান দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আগে প্রায় বাড়িতে জন্মাষ্টমীর আগে নিজেরাই বানিয়ে ফেলতো। তবে এখন আর সেভাবে বাড়িতে বানানো দেখতে পাওয়া যায় না। দোকানের উপরেই ভরসা করে।

বাইনানে বৃক্ষপ্রেমীদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রবিবার বাগনানের বাইনানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন হল, বৃক্ষপ্রেমী সৈয়দ মুহাম্মদ সাহরিয়র পারভেজ বৃক্ষরোপন করে এই কর্মসূচির সূচনা করেন ও বহু পথচলিত মানুষের হাতে গাছ তুলে দেওয়া হয়।
উপস্থিত ছিলেন সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তুষারেফ মল্লিক, সমাজসেবী কাজী ইবাদুর রহমান,সমাজসেবী শেখ শরীফুল হোসেন, সৈয়দ আতাবুল রহমান, কাসেম মিদ্দা, সৈয়দ রাজীবউদ্দীন, সৈয়দ আনিসুর রহমান সহ আরও অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মালদায় কুরআনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: আল কুরআন একাডেমী লন্ডনের সহযোগিতায় দ্যা কোরআন স্টাডী সার্কেলের ব্যবস্থাপনায় মালদা জেলায় দুই জায়গায় আরবি বাংলা অনুবাদ কোরআন মাজিদ বিতরণ করা হয়। বৈষ্ণবনগর থানার সানলাইট পাবলিক মিশনে ও কালিয়াচক থানার সুজাপুরের ডাঙ্গায়। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া উলামা বোর্ড এর রাজ্য সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ রাকিব হক, মালদা জেলা সম্পাদক মহ: দিলওয়ার হোসেন, সভাপতি আব্দুল হাকিম,মাস্টার সেলিম হোসেন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম আলিয়াভী, মাওলানা আবু সালমান পিয়াদা প্রমুখ।

রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পথশ্রী ৩ প্রকল্পের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ও তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্যা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের সভাপতি মার্জিনা খাতুন। শনিবার সকালে খোকরা গ্রামে একটি আমবাগানে আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে রাস্তার কাজের সূচনা করেন। এদিনের এই রাস্তার কাজের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ আলি রুইন ও তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা সোপন আলি সহ অন্যরা।
মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, নৌসাদ আলির বাড়ি থেকে জামসেদ আলির পুকুর পর্যন্ত ১৩০ মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার জন্য ৭,৪৩,৭৪৯ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সাগরদিঘীতে বৃক্ষরোপণ কৃষি কর্মাধ্যক্ষের

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে বেশ কয়েক বছর থেকেই সাগরদিঘীর বিভিন্ন জায়গাতে বৃক্ষরোপণ করে আসছেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সমর দাস।
রবিবার সকালে সাগরদিঘী ব্লকের বাড়ালা অঞ্চলের চোরদিঘী কোমড্ডা তিনের পুকুর সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে এক বিঘা জায়গায় জুড়ে গাছ লাগান। গাছ লাগাতে হাতে লাগান ওই এলাকারই কোমড্ডা যুব সংঘ ক্লাবের সদস্যরা। এদিন মেহেগনী,লম্বু, সেগুন, সহ প্রায় তিনশত চারা গাছ লাগান তারা। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সমর দাস জানান একটি গাছ বহু প্রাণ, সুস্থ পরিবেশ গড়তে গাছ লাগানো ভীষণ প্রয়োজন তাই দীর্ঘদিন থেকে গাছ লাগিয়ে আসছি সাগরদিঘী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে, আজকেও রাস্তার ধারে গাছ লাগালাম।

প্রথম নজর

পাটিকাবাড়ি গ্রামে শিক্ষিতের হার বাড়লেও শিক্ষার হার নগণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: পাটিকাবাড়ী গ্রামটি নদীয়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের একটি গ্রাম, শিক্ষিতের হার বাড়লেও শিক্ষার হার নগণ্য। আমাদের পাটিকাবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এই অঞ্চলেরই একটি বালিকা বিদ্যালয়।
বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের লেখাপড়ার উৎসাহ সততই কম, উপস্থিতির হারও কম। সমস্ত বিষয়ে ছাত্রীরা লেখাপড়ায় মোটামুটি এগিয়ে এলেও গণিত বিষয়ে ছাত্রীদের পিছিয়ে পড়া এবং উৎসাহের অভাব চোখে পড়ার মতো। গণিত বিষয়ে ছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতি সাথী রায় মহাশয়া আয়োজন করেন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং আন্তঃবিদ্যালয় মডেল প্রদর্শনী, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং গণিত কর্মশালা ২৩ ও ২৪ আগস্ট হয়। প্রধানা শিক্ষিকা মহাশয়া আমন্ত্রণ জানান বিশিষ্ট গণিতবিদ ডঃ পার্থ কর্মকার মহাশয়কে, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে আসেন। নিজেই ইচ্ছে প্রকাশ করেন গণিত কর্মশালার আয়োজন করার।
এই দিন বিদ্যালয় সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি বর্গের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আগের দিনই উদ্বোধন হয়েছিল নবনির্মিত সভাকক্ষের। সেই সভাকক্ষেই মূল অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের অন্যান্য কক্ষগুলিরও নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন মহিয়সী নারীদের নাম অনুসারে অন্যান্য কক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল বিজ্ঞান ভিত্তিকমডেল প্রদর্শনী এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার। উপস্থিত ছিলেন ডিআই, এআই, এসআই, ডিপিও এবং নাকাশীপাড়া অঞ্চলের বিধায়ক । উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবীগন।
সেই মডেল প্রদর্শনী এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা ঘুরে দেখেন আগত সম্মানীয় অতিথিগন। তাঁরা মুগ্ধ হন প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ দেখে।
অতিথি বর্গের বরন পর্ব সমাধা হলে বিভিন্ন পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুপ্রীতি নাথ চ্যাটার্জী মহাশয়ার গাওয়া দ্বিজেন্দ্রগীতি দিয়ে উদ্বোধন হয় অনুষ্ঠানের। প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতি সাথী রায়ের উদাত্ত কণ্ঠে আবৃতির সাথে শিক্ষিকা সঞ্চিতা মন্ডল নৃত্য পরিবেশন করেন। আর বিদ্যালয়ের গুনি ছাত্রীরা বিভিন্ন সাংসকৃতিক ক্রিয়াকলাপে নিজেদের তুলে ধরে। আর ছিল বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের দ্বারা যোগা প্রদর্শন। এই আন্তঃবিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতাটির বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দোগাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শিক্ষিকাগন।

হরিনাভি স্কুলের ১৫৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত সাড়ম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিনাভি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গৌরব হরিনাভি ডিভিএএস হাই স্কুল-এর ১৫৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়ে গেল আজ সোমবার রাজপুর রবীন্দ্রভবনে। অবশ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের নানান স্বাদের অনুষ্ঠানের মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটিও ছিল খুবই জমকালো এবং এটা নিয়ে ওদের মধ্যে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। অভিভাবকরাও প্রথম থেকে শেষ অব্দি অনুষ্ঠানে ছিলেন খুবই মনোযোগী।
হরিনাভি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্র-পৌত্র আচার্য জয়ন্ত চক্রবর্তী, স্কুলের প্রায় তিন দশক ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ সামলেছিলেন কিশোরী লাল ভাদুড়ী- তাঁর সুযোগ্য নাতি সমরেশ গোস্বামী, শিপ্রা গোস্বামী, সুরপ্রিয়া ব্যানার্জি ছিলেন –এ দিনের বিশেষ অতিথি। পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পল্লব কুমার দাস। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। তাঁদের সেই সমস্ত সুখ ও স্মৃতি কথা প্রত্যেকেই কিছু কিছু রোমন্থন করেন। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁরা এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ত্যাগ তিতিক্ষা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর, সেই ইতিহাস আমাদের সকলের জানা উচিত। তাঁরা যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও প্রবলভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের চাহিদাকে পূরণ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের, সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা রোদ্দুরের মত উদ্ভাসিত করবে গোটা দেশকে, সমাজকে। এটাই আমাদের পরমপ্রাপ্তি। এদিন পার্শ্ববর্তী স্কুল প্রসাদপুর ভাগ্যধর বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মন্ডল ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর হাত থেকেও পুরস্কার গ্রহণ করে।
বিভিন্ন ঘরানার নাচ, গান, আবৃত্তির মাঝে 'শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নে হরিনাভি স্কুল' এই শিরোনামে আশপাশের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এদিন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ মন্ডল ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে অভিবাদন জানান। এদিনের অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ শিক্ষক জহরলাল নাইয়া।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ভাঙড়ে নওশাদের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তার ছাত্রীর বর্বরোচিত হত্যা ও ধর্ষণে ন্যায় বিচার চেয়ে সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ লাগাতার চলছে। রবিবার অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে এক সুবিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে।
মিছিলটি কাঠালিয়া বাজার থেকে ঘটকপুকুর পর্যন্ত যায়। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। আর জি কর কাণ্ড ছাড়াও আনিস খান সহ প্রসেন মণ্ডল, আবু সিদ্দিক হালদার, তৌসিফ আহমেদ, ইসরাত আলম প্রভৃতি মানুষের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীও মিছিলে সোচ্চারে উচ্চারিত হয়।
মিছিলে পথ হাঁটেন আইএসএফের চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিধায়ক মোহাঃ নওসাদ সিদ্দিকী। মিছিল শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, তিলোত্তমার খুনীদের চরম শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই নৃশংস ঘটনার পেছনে এই রাজ্যের শাসক দলের যোগ সূত্র আছে। না হলে এত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা কেন? তিনি আশা করেন সিবিআই সঠিকভাবে দ্রুততার সঙ্গে তদন্তের কাজ শেষ করবে। আদালতের ওপরও আস্থা আছে। বিচারকরা নিশ্চয় ন্যায়বিচার করবেন।
পাশাপাশি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণাকে তীব্র ধিক্কার জানান। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এই ধরণের অভব্য আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেন।
এই মিছিলের অন্যদের মধ্যে ছিলেন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা সভাপতি আবদুল মালেক মোল্লা, রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সাহাবুদ্দিন সিরাজী সহ ভাঙড়ের বিভিন্ন অঞ্চল নেতৃত্ব।
এছাড়া, আইএসএফের উদ্যোগে আর জি কর কাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবীতে মিছিল হয়েছে নদীয়ার কল্যাণী স্টেশন থেকে শহরের পৌর ভবন পর্যন্ত। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দলের স্থানীয় নেতা শফিকুল মন্ডল, আতাবুল মন্ডল, মইবুল মন্ডল প্রমুখ। মালদার মোথাবাড়িতে আজ আইএসএফ অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথ মিছিলে অংশ নেয়। মোথাবাড়ি চৌরাস্তা থেকে গ্রিণ মার্কেট ঘুরে আবার চৌরাস্তায় ফিরে যায় ঐ মিছিল।
অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরণার বিষ্ণুপুর বটতলা থেকে রাজারহাট চৌমাথা মোড় পর্যন্ত আজ একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলে পথ হাঁটেন আইএসএফের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি তাপস ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

জেলখানার ২৪ নম্বর জুতো ২২ বছর পর কয়েদিকে বাড়িতে ফেরাল

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: পায়ে পরে থাকা '২৪ নম্বর' জুতোর সুত্র ধরে ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মন্ডল, সমাজসেবী রেকাউল মন্ডল, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ এবং হ্যাম রেডিও ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সৌজন্যে দীর্ঘ ২২ বছর পর রবিবার মা ও মামার হাত ধরে বাড়িতে ফিরলো মধ্যপ্রদেশ জেলার নরসিংহপুর জেলার কোটেগাঁও থানার অন্তর্গত বরহাটার মুননিয়া গ্রামের যুবক সুরেশ মুদিয়া। উল্লেখ্য মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার কোটেগাঁও থানার অন্তর্গত বরহাটা'র মুননিয়া গ্রামের যুবক সুরেশ মুদিয়া। গত প্রায় ২২ বছর আগে বাইক দুর্ঘটনায় সুরেশকে দোষী সাব্যস্ত করে মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘ ২০ বছর জেলের ঘানী টেনে বাইরে বেরিয়েছিল সুরেশ। কিন্তু বাড়ির লোকজন কেউ নিতে না আসায় মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল সে। তার কোন পরিবার পরিজন রয়েছে কি না তাও ভুলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে দিকভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে গত ১৫ আগষ্ট সুদূর মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে চলে আসে। একমুখ দাড়ি, একটা ব্যাগ আর ব্যাগের মধ্যে জেলখানার আধার কার্ড। পায়ে পরা জেলখানার একজোড়া জুতো। গ্রামবাসীরা খবর দেন পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মন্ডল ও তাঁর স্বামী রেকাউল মন্ডল কে জানায়। তিনি ঘটনার কথা ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নজরে আনেন। আইসি সৌগত ঘোষ ঘটনাটি হ্যাম রেডিও ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাস বিশ্বাকে জানায়। এরপর শুরু হয় সুরেশের আধার কার্ডের ঠিকানা ধরে খোঁজাখুঁজির পালা। সুরেশ মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলের মধ্যে যে সেলে শাস্তি ভোগ করেছে,সেই সেলের নম্বর জুতোর গায়ে লেখা রয়েছে। যেটা দেখে কয়েদি চেনা সম্ভব। জুতোর নম্বর '*২৪*'। এরপর জুতোর হদিশ দিয়ে সুরেশের পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুরেশের ছবি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা কুন্তিবাই মুদিয়া।

ঘুটিয়ারি শরিফের রোজ হ্যাভেন্স স্কুলের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন: রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী শরিফের রোজ হ্যাভেন্স স্কুলে। স্কুল সভাঘরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রক্তদান শিবির হয় স্কুলের হল ঘরে।
এদিন অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্য রাখেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সন্দীপ মিশ্র, ঘুটিয়ারী পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুকুমার রুইদাস, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরুপম আচার্য, শিশু বিকাশ একাডেমির সম্পাদক মুন্সী আবুল কাশেম, তাড়দহ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ মোল্লা, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সংগঠনের সভাপতি ড. অপূর্বকুমার বিশ্বাস, বিশিষ্ট আইনজীবী আদম সফি খান কামারগাঁথি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রজব আলি, শিশু বিকাশ কলেজ অফ এডুকেশর অধ্যক্ষ মুন্সী আব্দুর রাকিব, বাংলার রেনেসাঁ পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক, রোজ হ্যাভেন্স স্কুলের পরিচালক মঞ্জু লস্কর প্রমুখ।
এদিন কবিতা পাঠ করেন সারা লস্কর, আনিসা খাতুন প্রমুখ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিশিতা নস্কর, অলিভিয়া দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেয়া ইসলাম। দুপুরে রক্তদাতা ও অতিথিদের মধ্যাহ্ন ভোজ করানো হয়।
উল্লেখ্য রোজ হ্যাভেন্স একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পঠনপাঠন হয়। শিক্ষাদানের পাশাপাশি রক্তদানের মতো সামাজিক কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকার স্কুলটি। বক্তারা সকলে বেসরকারি বিদ্যালয়ের এই মহৎ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
এদিন বিদ্যালয়ের কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীরা তাদের শিল্পী নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। নাত, গজল, গান পরিবেশন করে। পরিবেশন করে নৃত্য। পরিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহে এক নাটক পরিবেশন করা হয়। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিরিয়ে যে ট্যালেন্ট ।সর্চ পরীক্ষা হয় তাতে রোজ হ্যাভেন্স স্কুলের কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়। তাদেরকে মোমেন্টো ছাড়াও আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হয়।
এদিন নতুন ছাত্রাবসেরও উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ড. অপূর্ব কুমার বিশ্বাস ও আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক। বিদ্যালয়ের পরিচালক মঞ্জু লস্কর বিদ্যালয় পরিচালনায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে বলে তিনি জানান।

প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগে শামিল গৃহবধূরা

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● মেরিগঞ্জ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের কুলতলী থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ এক নম্বর অঞ্চলের মেরিগঞ্জ এলাকায়। গৃহবধূরা প্রতিনিয়ত বিশাল ব্যস্ততার মধ্যে সারাদিন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকেন বাড়ির কাজে।সেই বিশাল ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সুন্দরবনের কুলতলী থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেরিগঞ্জ এলাকায় সবুজ পরিবেশ তৈরীতে মনোনিবেশ করলেন মেরিগঞ্জ এলাকার কয়েকশো গৃহ বধূরা। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় কয়েক হাজার তালের আটি রোপণ করেন গৃহ বধুরা।সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে,প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং পানীয় জলের সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র অজস্র তালের আটি ও বৃক্ষ রোপণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।সেই সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদীবাঁধ রক্ষা করার উপযুক্ত হাতিয়ার বৃক্ষরোপণ।সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা কে মাথায় রেখে এবং স্বচ্ছ সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে এলেন এলাকার গৃহবধূরা। রবিবার সকালে মেরিগঞ্জ এলাকার ডাঙা জায়গা,নদীর পাড়ে ও রাস্তার ধারে বৃক্ষ ও ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করেন। গৃহবধূদের এমন কর্মকান্ড দেখে এলাকার অসংখ্য পুরুষরা গৃহবধূদের পাশে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ ও মানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেন।এছাড়াও গৃহ বধুরা রবিবার সকালে মেরিগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার ধারে হাজার হাজার তালের আঁটি রোপন করেন।স্থানীয় সমাজসেবী জহির উদ্দিন ঘরামী বলেন 'সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করেছে কিছু দুষ্কৃতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গৃহবধূরা তালের আটি রোপণ করে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে দিতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে সুন্দরবন রক্ষার জন্য।তবেই বাঁচবে সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের। অন্যদিকে সামাজিক ভাবে গৃহবধূদের এমন কাজ কে এলাকার জনসাধারণ থেকে শুরু করে কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল ও এবং পরিবেশপ্রেমীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন গৃহবধূদেরকে।

আপনজন: উই আর দ্য কমন পিপল-এর উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে অন্তঃসত্বা হাতি নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হল কলকাতায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রুগোবিন্দ স্মৃতি সংঘের রক্তদান

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লকের দুর্গাপুর অঞ্চলের দুর্গাপুর গুরুগোবিন্দ স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম বর্ষ রক্তদান শিবির করা হয়। বর্ধমান শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ৬০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখে এদিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সমীরণ মজুমদার, দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিতাই ঘোষ, দুর্গাপুর স্মৃতি সংঘের সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ, সম্পাদক পার্থসারথী পাল, সদস্য অরুণ পাল, বিশ্বজিৎ বসু, বিনয় কৃষ্ণ কোনার, বরুণ পাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্র সহ একটি করে চারাগাছ প্রদান করা হয়।

উলুবেড়িয়ায় রক্তদান শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার উলুবেড়িয়ায় উলুবেড়িয়া নার্সিংহোম ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।যেখানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শান্তি গের, সুমিত রঞ্জন প্রামাণিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম বোস,দীপক দাস প্রমুখ।

মেসিকে ছাড়াই সবার আগে প্লেঅফে গেল ইন্টার মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামির জন্য প্রস্তুত ছিল মঞ্চটা। আজ জিতলেই নিশ্চিত মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফের টিকিট। জোড়া গোলে এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে মায়ামিকে সেই জয়টাই এনে দিয়েছেন লুইস সুয়ারেজ। আর ২-০ গোলের এই জয়ই মায়ামিকে নিয়ে গেছে প্লে-অফে।

ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে ৬ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করেন সুয়ারেজ। প্রথম গোলটি আসে এক মিনিট পেরোনোর আগেই। বক্সের ভেতর বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। এই গোলের ধাক্কা সামলানোর আগেই সিনসিনাটি দ্বিতীয় গোল খেয়ে বসে ম্যাচের ৬ মিনিটে। এবারও মায়ামির হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন সুয়ারেজ। মাতিয়াস রোহাসের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে বক্সে ঢুকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার। শুরুতে ইন্টার মায়ামি দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল ব্যবধান আরও বড় হতে যাচ্ছে। তেমন কিছু অবশ্য শেষ পর্যন্ত হয়নি। সুয়ারেজের ওই জোড়া গোলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দলটিকে। পাশাপাশি মায়ামি উল্টো চাপে পড়ে যায় ম্যাচের ৪২ মিনিটে টমাস আভিলেস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। ম্যাচের বাকি সময় দলটিকে ১০ জন নিয়েই খেলতে হয়েছে।

যে কারণে গোল করার চেয়ে গোল বাঁচানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে মায়ামিকে এবং তাতে সফলও হয়েছে দলটি। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে মায়ামি। এ জয়ে ৮ ম্যাচ হাতে রেখেই প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৬। লিগে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ২৬ ম্যাচে ৪৮। চোটে পড়া মেসি এদিনও যথারীতি স্ট্যান্ডে বসে উপভোগ করেছেন দলের খেলা। এ সময় তাঁর সঙ্গে সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন টম ব্র্যাডিকেও দেখা গেছে। এই মৌসুমে এমএলএসের ২৬টি ম্যাচের মধ্যে ১২টিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মেসি। গত ১৪ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়া থেকে আছেন মাঠের বাইরে।

এর মধ্যে মেসিকে ছাড়া লিগস কাপ থেকে ছিটকে গেছে মায়ামি। এর আগে সর্বশেষ ২০২২ সালে প্লে-অফের টিকিট পেয়েছিল মায়ামি। গত বছর অবশ্য মেসিকে নিয়েও শেষ পর্যন্ত প্লে-অফের লড়াইয়ে থাকতে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি। ১৪ নম্বরে থেকে লিগ শেষ করেছিল তারা। এমএলএসের প্লে-অফের জন্য দুই কনফারেন্স (ইস্টার্ন কনফারেন্স ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স) থেকে ৭টি করে দল টিকিট পাবে। আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে প্লে-অফের খেলা। এর আগে গত শুক্রবার ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো জানান, চোটের কারণে আপাতত দলের বাইরে থাকা মেসি প্লে-অফের আগেই মাঠে ফিরবেন।

আইএসএল শুরু হচ্ছে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৩ ই সেপ্টেম্বর কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হতে চলেছে আইএসএল ২০২৪-২৫ এর সিজন। আগের সিজনের ফাইনাল কে কেন্দ্র করে শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং কাপ বিজয়ী মুম্বাই সিটি এফসির মধ্যে যে একপ্রকার উত্তেজনা মূলক ম্যাচ হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সিজনে অলভার ৮৪ টি ম্যাচের ফিক্সচার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমে শুরু হবে চেন্নাইইন এফসি ভার্সেস ওড়িশা এফসি, একে একে বেঙ্গালুরু এফসি ভার্সেস ইস্টবেঙ্গল এফ সি ও কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি ভার্সেস পাঞ্জাব এফসি। উনিশে সেপ্টেম্বর রয়েছে হায়দ্রাবাদ এফসি ভার্সেস বেঙ্গালুরু এফসি। তবে হায়দ্রাবাদ এফসি, এআইএফএফ লাইসেন্সিং সাফ করার জন্য পুরোপুরি ভাবে কিন্তু ব্যাঙ্গালুরুর উপরে নির্ভরশীল। এইবারে ১৩ টি আইএসএল দলের সাথে নতুন সংযোজন আই-লিগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কিন্তু ১৬ সেপ্টেম্বর কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই নতুন দলের অভিযান শুরু হবে তাও আবার ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে। ফুটবলপ্রেমীরা কিন্তু সাক্ষী হতে চলেছে। কলকাতার তিনটি দলের মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গল। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে কতটা টানটান হতে চলেছে আইএসএল এর এই সিজন। কলকাতারই এই তিন দলের ডার্বি ম্যাচ রয়েছে আগামী ৫-ই অক্টোবর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ভার্সেস মহামেডান এফসি এবং ১৯-শে অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল এফসি ভার্সেস মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে ২০২৩-২৪ সিজনে ৪৮ পয়েন্ট পেয়ে আইএসএল শিল্ড বিজয়ী কিন্তু মোহনবাগান। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নকআউট রাউন্ডের কথা না বললেই নয়, বিশ্বের অন্য কোন ফুটবল লীগের সাথে এই ঘটনার খুব কমই মিল রয়েছে। কারণ, লিগ পর্বে দ্বিতীয় স্থানাধিকার মুম্বাই সিটি আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস-কে পরাজিত করেছিল।

টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে এই প্রথম হারাল বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর প্রথমবার সাদা পোশাকের ক্রিকেটে পাকিস্তান বধের স্বাদ পেল টাইগাররা। ১০ উইকেটের ঐতিহাসিক জয়ে দুই ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রানে ইনিংস ঘোষণার জবাবে বাংলাদেশের ৫৬৫ রানে অলআউট হয়। পাকিস্তানের চেয়ে ১১৭ রানে এগিয়ে থেকে সফরকারীরা ফিল্ডিংয়ে নামে। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান ১৪৬ রানে অলআউট হয়। ৩০ রানের জয়ের লক্ষ্যে নামা সফরকারীরা বিনা উইকেটেই বিজয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। শাহিন শাহ আফ্রিদির প্রথম ওভারেই ৭ রান তুলে নেয় টিম টাইগার্স, বাউন্ডারি মারেন জাকির হাসান। চতুর্থ ওভারে নাসিম শাহর শেষ বলটিতে চার হাঁকান সাদমান ইসলাম। এর আগের বলটিতে লেগ বাইয়ের মাধ্যমে চার রান আসে। পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলটিতেও চারের মার খান শাহিন আফ্রিদি। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ও এক্সট্রা কভারের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে জাকির বল সীমানা ছাড়া করেন। নাসিমের করা ষষ্ঠ ওভারে আসে তিন রান, বাংলাদেশ তখন জয় থেকে মাত্র ৫ রান দূরে। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় ঘড়ির কাঁটায় তখনো বিকেল ৪টা বাজতে মিনিট চারেক বাকি। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় বলে এক রানের জন্য প্রান্ত বদল করেন সাদমান। তৃতীয় বলে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জাকির প্যাডেল সুইপে বাউন্ডারি মেরে টাইগারদের ঐতিহাসিক জয়ের আনন্দের উপলক্ষ এনে দেন। জাকির ২৬ বলে ৩ চারে ১৫ ও সাদমান ১৩ বলে এক চারে ৯ রানে অপরাজিত থাকেন। এর আগে এক উইকেটে ২৩ রান নিয়ে পাকিস্তান পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ ১৪ রান করে লিটন দাসের ক্যাচে পরিণত হন। বোলার ছিলেন হাসান মাহমুদ। তবে মাসুদের ক্যাচ নেওয়া লিটন পরের ওভারে শরীফুল ইসলামের বলে বাবর আজমের সহজ ক্যাচ ছেড়ে দেন। জীবন পেয়েও বাবর ইনিংসটাকে বড় করতে পারেননি। ব্যক্তিগত ২২ রানে পেসার নাহিদ রানার বলে বোল্ড হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন। খানিক পর সাকিব আল হাসানের বলে শূন্য রানে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে পড়েন সৌদ শাকিল। পঞ্চম উইকেটে আবদুল্লাহ শফিক ও রিজওয়ান ৩৭ রানের জুটি গড়েন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে অল্প সময়ের মাঝে চারটি বাউন্ডারি মারেন রিজওয়ান। দলীয় স্কোর একশ পেরোনোর পর সাকিব আল হাসানের ফ্লাইটেড ডেলিভারিতে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে সাদমান ইসলামের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রান করা শফিক। আর তাতেই সাকিব গড়েন বিশ্বরেকর্ড। বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট শিকারি বোলার হিসেবে নিজেকে সবার উপরে নিয়ে গেলেন মি. অলরাউন্ডার। ভেট্টোরিকে ৩০৫ ওয়ানডে, ৩৬২ টেস্ট আর ৩৮ টি-২০ উইকেট পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার মোট উইকেট সংখ্যা ৭০৫। রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট শুরুর আগে সাকিবের ঝুলিতে ৭০৩ উইকেট ছিল। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে তার শিকার ছিল একটি। শাকিলের পর শফিকের উইকেট পাওয়া মাত্র গড়েন ইতিহাস। শফিকের বিদায়ের পর কোনো রান না করেই মেহেদী হাসান মিরাজের বলে স্লিপে থাকা সাদমানের তালুবন্দি হন আঘা সালমান। লাঞ্চ বিরতির পর মেহেদী হাসান মিরাজের নিচু হয়ে যাওয়া বল ঠেকাতে চেয়েছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। বল আঘাত করে তার প্যাডে, লেগ বিফোরে কাটা পড়ে ফেরেন। দলীয় ১১১ রানে সপ্তম উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর সাকিবের বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মুশফিকুর রহিমের ক্যাচে পরিণত হন নাসিম শাহ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাঁহাতি বোলার হিসেবে নিজের উইকেট সংখ্যাকে ৭০৭-এ নিয়ে যান টাইগার বিশ্বসেরা। নবম ব্যাটার হিসেবে ফিফটি পাওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ান ৫১ রানে মিরাজের বলে বোল্ড হন। শেষ ব্যাটার হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন মোহাম্মদ আলী, তাতেই গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। খুররাম শাহজাদ ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। বাংলাদেশি বোলারদের পক্ষে মিরাজ ২১ রানে ৪ উইকেট পান। রেকর্ড গড়া সাকিব ৪৪ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। একটি করে উইকেট নেন শরিফুল ইসলাম, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ।

কামিন্ডুর সেঞ্চুরি সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কা হেরে গেল ইংল্যান্ডের কাছে

আপনজন ডেস্ক: ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা ছিল আক্রমণাত্মক। দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও ড্যানিয়েল লরেন্স ৫ ওভারেই তুলে ফেলেন ৩৩ রান। কিন্তু ষষ্ঠ ওভারে ডাকেটের আউট ম্যাচে নিয়ে আসে নাটকীয় মোড়। ১১৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কাই পেয়ে বসে ইংলিশদের। শ্রীলঙ্কা হয়ে ওঠে উজ্জীবিত।

তবে ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের চতুর্থ দিনে শেষ হাসি আর শ্রীলঙ্কার থাকেনি। অভিজ্ঞ জো রুটের ব্যাটে চড়ে ম্যাচ বের করে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। ৫ উইকেটের জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ইংল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা দিন শুরু করেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৮৭ রানে। লিড ছিল ৬৫ রানের। আগের দিন ৫২ রানে অপরাজিত থাকা কামিন্ডু মেন্ডিসই কাল এই লিডকে তিন অঙ্ক পার করিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যান। তাঁকে সঙ্গ দেন দিনেশ চান্দিমাল। দুজনের সপ্তম উইকেট জুটিতে শ্রীলঙ্কা পায় ১০৭ রান। কামিন্ডু ক্যারিয়ারের চতুর্থ শতক তুলে ১১৩ রান করে আউট হওয়ার সময় চান্দিমাল টিকেছিলেন শেষ উইকেট পর্যন্ত। দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে করেন ৭৯ রান। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৬ রানে থামলে ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ২০৫। দ্রুত জয় নিশ্চিত করতে শুরুতেই মেরেরে খেলার তালে ছিলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার। আর সেটি করতে গিয়েই ডাকেট ফেরেন আসিতা ফার্নান্দোর বলে কুশল মেন্ডিসকে ক্যাচ দিয়ে।

বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অধিনায়ক ওলি পোপও। ৬ রান করে তিনি ফেরেন প্রবাত জয়াসুরিয়ার বলে। ৩৪ রান করা ওপেনার লরেন্সকে ফেরান অভিষিক্ত পেসার মিলান রত্নায়েকে। এরপর রুট প্রথমে হ্যারি ব্রুককে নিয়ে গড়েন ৪৯ রানের জুটি, যেখানে ৩২ রানই করেন ব্রুক। জয়াসুরিয়ার বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিয়ে ব্রুক ফিরলে বিপদে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। শুরুতে ওভারে ছয়ের বেশি রান তোলা ইংল্যান্ড হাত গুটিয়ে নিয়ে পরের আট ওভারে তোলে মাত্র ১৩ রান। এরপর জেমি স্মিথ আবারও হাত খুলতে শুরু করলে রানের গতি বাড়ে। দুজনে পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৬৪ রান যোগ করলে জয় নাগালে চলে আসে ইংল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে ১১১ রান করা স্মিথ আসিতার বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রাখেন রুট। শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়েন ১২৮ বলে ৬২ রান নিয়ে। ক্রিস ওকস অপরাজিত থাকেন ৮ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
শ্রীলঙ্কা: ২৩৬ ও ৩২৬ (কামিন্ডু ১১৩, চান্দিমাল ৭৯, ম্যাথুজ ৬৫; পটস ৩/৪৭, ওকস ৩/৫৮)।
ইংল্যান্ড: ৩৫৮ ও ২০৫/৫ (রুট ৬২*, স্মিথ ৩৯, লরেন্স ৩৪; জয়াসুরিয়া ২/৯৮)।
ফল: ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী।

ইয়ামাল-লেভায় লা লিগার দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা-অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ম্যাচে সব চোখ ছিল লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসের ওপর। এই দুই বন্ধু ইউরোতে জুটি বেঁধে শিরোপা জিতিয়েছিলেন স্পেনকে। জুটি বাঁধার কথা ছিল বার্সাতেও। তবে বার্সার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে উইলিয়ামস থেকে গেছেন বিলবাওতেই। গতকাল রাতে একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে মাঠে নেমেছেন ইয়ামাল-উইলিয়ামস। যেখানে শেষ পর্যন্ত জয় পেয়েছে ইয়ামালের বার্সা। কাতালান ক্লাবটির ২-১ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি ইয়ামালেরই। বার্সার মাঠে ইয়ামাল-উইলিয়ামসের ওপর চোখ থাকলেও শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন রবার্ট লেভানডফস্কি। ম্যাচের ৭৫ মিনিটে বার্সার জয়সূচক গোলটি করেছেন তিনিই। লেভা অবশ্য গোলের আরও সুযোগ পেয়েছিলেন, যার মধ্যে দুটি ফিরে এসেছে পোস্টে লেগে। এ ছাড়া কিছু সহজ সুযোগ থেকে তিনি নিজেও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঘরের মাঠে ম্যাচজুড়ে দাপটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। ৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৩ শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে তারা। আর বিলবাও ৯ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখে মাত্র ২টি। এদিন ম্যাচের ২৪ মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল।

বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন এই স্প্যানিশ তারকা। ৪২ মিনিটে অবশ্য ম্যাচে ফেরে বিলবাও। পেনাল্টি গোলে সমতা ফেরান ওইহান সানচেট। ৭৫ মিনিটে দারুণ এক ভলিতে বার্সার পক্ষে স্কোরলাইন ২-১ করেন লেভা।

এই জয়ে বার্সার ডাগআউটে হান্সি ফ্লিকের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকল। বার্সায় নিজের প্রথম দুই ম্যাচের দুটিতেই জয় পেয়েছেন এই জার্মান কোচ। ম্যাচ শেষে নিজের স্বস্তির কথাও জানিয়েছেন তিনি।

এ সময় আলাদা করে কথা বলেছেন লেভাকে নিয়ে, 'প্রথমার্ধে সে এক বা দুটি গোল করতে পারত। তবে শেষ পর্যন্ত সে একজন গোলদাতা এবং স্ট্রাইকার, যে গোল করতে পারে। ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটিই ছিল জয়সূচক। সেটা ৩ পয়েন্ট এনে দিয়েছে।'

দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ হচ্ছেন যুবরাজ!

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন ২০২৫ আইপিএল সিজনে দর্শকের জন্য রয়েছে এক বড় চমক। সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষমতায় ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং ফিরে আসতে পারেন। ইতিমধ্যেই তিনি তার পুরনো দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সাথে কোচিংয়ে আত্মপ্রকাশ ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর দিল্লি ফ্রাঞ্চাইজির তরফ থেকেই যোগাযোগ ও আলোচনা এগিয়ে গিয়েছে। ২০২৪এর আইপিএল-এ ডিসির প্লে অফ এ উঠতে না পারার ব্যর্থতার কারণে গত মাসেই ফ্রাঞ্চাইজির তরফ থেকে পন্টিং এর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাক্তন ক্যাপ্টেন বিগত ৭ বছর ধরে ডিসির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। শোনা যাচ্ছে কোন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। ভারতীয় ক্রিকেটের একজন কিংবদন্তি এবং দেশের সেরা অলরাউন্ডারদের মধ্যে যুবরাজ সিং হলেন একজন। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১র ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে জিততে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও ২০১৬-তে সানরাইজ হায়দ্রাবাদ এবং ২০১৯-এ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর সাথে ৪২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার আইপিএল কাপ জিতে ছিলেন। ২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি। এছাড়াও তিনি আরসিবি, পাঞ্জাব কিংস, ডিসি, এম আই, এস আর এইচ এর হয়ে খেলেছেন। যদিও যুবরাজ সিংয়ের আইপিএল বা ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং এর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই নেই। তবে তরুণ তুর্কি শুভমান গিল এবং অভিষেক শর্মার মতো খেলোয়াড় গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রাইজমানি বন্যার্তদের দান করলেন মুশফিক

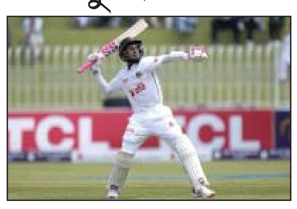

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের চতুর্থ ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়ার দুঃখটা নিশ্চিতভাবেই হয়তো আর পোড়াবে না মুশফিকুর রহিমকে। কারণ পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয় তার আক্ষেপ ভুলে যেতে সহায়তা করবে।পাকিস্তানের মাটিতে তাদের বিপক্ষে প্রথম জয় বলে কথা। প্রথম কোনো দলের বিপক্ষে ১০ উইকেটের জয়ে ১৯১ রানের অনবদ্য এক ইনিংস খেলেছেন মুশফিক। যার স্বীকৃতি স্বরূপ পেরে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। তবে পুরস্কার জয়ের প্রাইজমানি নিজের কাছে রাখছেন না তিনি। তা দিয়ে দিয়েছেন বন্যার্তদের সহায়তা। ম্যাচসেরার পুরস্কার নেওয়ার সময় এই ঘোষণা দেন মুশফিক। তিনি বলেছেন, আমি ঘোষণা করছি, বাংলাদেশের বন্যার্ত মানুষদের সহায়তায় আমার প্রাইজমানির পুরো অর্থ দিয়ে দিচ্ছি।

মোবাইলে আসক্তি কমাতে ফুটবল বিতরণ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত গাংমুড়ি জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫০ টি ফুটবল দলকে স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ফুটবল বিতরণ করা হয়। মোবাইল ছেড়ে এলাকার ছাত্র যুবদের মাঠমুখি করার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগ বলে জানা যায়। বর্তমান যুব সম্প্রদায় যে একেবারে মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে খেলাধুলা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছে। মোবাইল গেমে নেশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর এবং মনের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের যুব সম্প্রদায়ও খেলাধুলায় নিজেদের মান উন্নত করতে পারে। সেই লক্ষ্যেই গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তত্ত্বরে স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার ৫০ টি ফুটবল দলকে ফুটবল বিতরণ করা হয়।ফুটবল প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা, সহ-সভাপতি পরিমল সাহা, সমাজসেবী রানা প্রতাপ রায়, পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ বাগদি সহ অন্যান্যরা। রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু আজকের ফুটবল বিতরণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত জানান।

স্কুল ক্যারাটে ট্রায়াল বর্ধমানে

আপনজন ডেস্ক: ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস, পূর্ব বর্ধমান এর পরিচালনায় পূর্ব বর্ধমান জেলা স্কুল ক্যারাটে সিলেকশন ট্রায়াল ২০২৪ (আন্ডার-১৪,১৭,১৯ পুরুষ ও মহিলা) বর্ধমানের শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়ামে গত ২৩ ও ২৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হল। এই খেলাটির টেকনিক্যাল সহযোগীতা প্রদান করে ক্যারাটে-ডো এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল দ্বারা অনুমোদিত জেলা সংস্থা বর্ধমান ক্যারাটে-ডো এসোসিয়েশন। জেলার চারটি মহকুমার (বর্ধমান সদর উত্তর, বর্ধমান সদর দক্ষিন, কালনা ও কাটোয়া) বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী মোট ৬৯টি বিভাগে এখানে অংশগ্রহণ করে। প্রধান নির্বাচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের বিচারক রেনসি দেবাশীষ কুমার মন্ডল প্রমুখ।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলি
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
ফর্ম দেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪
পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪ রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail
Mob. 9732381000, 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দপ্তর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**